ঋতু-বর্ণন

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঋতু

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শরৎ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব করে অধিকার॥
ছয় কালে ছয় ঋতু ছয় রূপ তার।
ছয় কালে ছয় ভাবে শোভিত স্বভাব॥
থাকে না অন্যের বোধ একের সময়।
এইরূপে কত কাল গত করি ছয়॥
এই শীত ক্ষণ পরে গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব তাই অনুভুত নয়॥
ছয় ঋতু অধিকারে ছয়রূপ যোগ।
নব নব পরাক্রমে নব নব ভোগ॥
কখন কম্পিত কায় শীত-সমীরণে।
লালসা অধিক হয় রবির কিরণে॥
কখন তপন-তাপ সহ্য নাহি হয়।
সুশীতল স্নিগ্ধ-রসে ইচ্ছা অতিশয়॥
কখন বা ভাসে সৃষ্টির বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিহীন তায়॥
জীবের ভোগের হেতু ঋতুর সৃজন।
পৃথক পৃথক তাঁর প্রভা প্রকটন॥
প্রতিক্ষণ পায় মন নব পরিচয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥

BANGLADARSHAN.COM

গ্রীষ্ম

আর ত বাঁচিনে প্রাণে বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ॥
বিষহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে মারিতেছে লাফ॥
বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ।
বার বার কত আর জলে দিব ঝাঁপ॥
প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ।
শূন্য হ'তে পড়ে যেন অনলের চাপ॥
বিকল হয়েছে সব শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

BANGLADARSHAN.COM

কি করে করুণ অতি রবি মহাশয়।
অরুণ ত নয় এ যে অরুণতনয়॥
কি গুণ দেখিয়া লোকে মিত্র তারে কয় ?
মিত্র যদি মিত্র তবে শত্রু কোথা রয়॥
এই ছবি এই রবি খর অতিশয়।
নলিনী কি গুণ দে'খে বিকসিত হয় ?
পিতৃগুণ পুত্রে হয় এই ত নিশ্চয়।
পিতা হয়ে রবি যেটা পুত্রগুণ লয়॥
জরজর করিতেছে হরিতেছে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

ছারখার হইতেছে অখিল সংসার।
ঘোর রিষ্টি যায় সৃষ্টি বৃষ্টি নাই আর॥
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে।
সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে॥
ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির।

কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির॥
শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই॥
তখন অচল হয়ে পড়ে ভূমিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা রে জল দে জল॥

জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর।
কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবাসী নর॥
পশু পক্ষী আদি করি ভূচর খেচর।
একেবারে সকলেরি দহে কলেবর॥
শীতল হইবে ব'লে যদি যাই বনে।
বনের বিরহে তথা সুখ নাই মনে॥
তরুতলে তাপ দেয় মায়ারূপা ছায়া।
উপরে তপন বধে নীচে তার জায়া॥
হাবা হয়ে ছুটি বাবা দেখে দাবানল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বাঘ হ'ল রাগহত তাগ নাই তার।
শীকার স্বীকার নাই শীকারে বিকার॥
ভাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে মৃগী।
তার কাছে শুয়ে আছে মৃগ আর মৃগী॥
হরি হরি দ্বেষভার ডাকে হরি হরি।
করী আছে তার কাছে প্রেমভাব করি॥
একঠাঁই রহিয়াছে রাক্ষস বানর।
ময়ুর ভুজঙ্গে নাই দ্বন্দ্ব পরস্পর॥
ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

BANGLADARSHAN.COM

হায় হায় কি করিব রাম রাম রাম।
কত বা মুছিব আর শরীরের ঘাম ?
টস্ টস্ ক'রে রস ঝরে অবিশ্রাম।
দারুণ দুর্গন্ধ গায় পচে যায় চাম॥
ঘামাছি ঘামের ছেলে উঠে দেহ ছেয়ে।
পূবের বাঙ্গাল চাচা যত বাবু ভেয়ে॥
নখাঘাতে হয়ে যায় সব অঙ্গ খোলা।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ বব বম্ ভোলা॥

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

আকাশে না শুনি আর সলিলের নাম।
বিরস হইল গাছে রসময় জাম॥
শুকায়ে সকল শাখা ঝড়ে হৈল ভাজা।
কালরূপ ঘুচে তায় হইয়াছে রাজা॥
নারিকেল শুকাইল হয়ে জলহারা।
বেতাল হইয়া তাল শাঁসে যায় মারা॥
কোষেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া।
কাঁটাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া॥
জল বিনা মধুহীন হইল মধুফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হইলে মধ্যাহ্নকাল কি প্রমাদ ঘটে।
জীবন শুকাতে থাকে কলেবর-ঘটে॥
ছটফট লুটালুটি এপাশ ওপাশ।
আই ঢাই করে খাই পাখার বাতাস॥
পাখার পবনে প্রাণ কত যায় রাখা।
বোধ হয় সে বাতাসে হুতাশনমাখা॥
নিদারুণ নিদাঘেতে নাহি পরিত্রাণ।
জগতের প্রাণ নাশে জগতের প্রাণ॥

BANGLADARSHAN.COM

অনিল করিছে বৃষ্টি প্রবল অনল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

উপরে চাহিয়া দেখ পাখী কি প্রকার।
শাখার উপরে করে পাখার প্রহার॥
কাতর হইয়া কত কাঁদিতেছে দুখে।
অবিরত হা জল যো জল বলে মুখে॥
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে নাহি চায় ফিরে।
ঊর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে গলা গেল চিরে॥
তবু ঘন নাহি হয় সদয়হৃদয়।
খেয়েছে কানের মাথা নীরদ নিদয়॥
পিপাসায় মারা যায় চাতকের দল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

BANGLADARSHAN.COM

আহার প্রহার সম নাহি রোচে কিছু।
দাঁতে কেটে থু ক'রে ফেলিয়া দিই লিচু॥
পাত পেতে ভাত খেতে বিষ বোধ হয়।
ডাল ঝোল যাহা মাখি কিছু ভাল নয়॥
সুধু মাত্র বেছে খাই অম্বলের মাছ।
নিকটে না আনি আর কম্বলের গাছ॥
কেবল অম্বল রস সম্বল করিয়া।
পেটের ধম্বল পাড়ি টম্বল ধরিয়া॥
তবু পোড়া দেহে মম না হয় শীতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সৃষ্টি আর নাহি হয় দৃষ্টির গোচর॥
শাখিপরে আঁখি মুদে আছে পাখী সব।

চরে আর নাহি চরে নাহি কলরব॥
কোকিল কাতর হয়ে কাননে ভ্রমিছে।
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে গলা ভাঙ্গিতেছে॥
বিরল বিপিনমাঝে সার করি গাছ।
ধার্ম্মিক হইয়া বক নাহি ছোঁয় মাছ॥
ভূতল ফুঁড়িয়া তাপ পোড়ায় নিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

ভাবি মনে স্নিগ্ধ হব সরোবরে নেয়ে।
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি জল নাহি পেয়ে॥
সে জলে অনল জ্বলে পুড়ে হই খাক্।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি গায়ে মেখে পাঁক॥
কত জল খাই তার নাহি পরিমাণ।
ডাগর হইল পেট সাগর সমান॥
বোতলের ছিপি খুলে যদি খাই সোঁদা।
তার তার বোদা লাগে মুখ হয় জোঁদা॥
উদরে খেলিয়া ঢেউ করে কল কল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

উপবনে উপভোগ ইচ্ছা সবাকার।
কিন্তু হয় উপবাসে উপবাস সার॥
তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল নিলে তার বাস।
অনলের আভা এসে নাকে করে বাস॥
উষা আর উষসীতে তরুতলে বাস।
কিঞ্চিৎ শীতল হয় ফেলে দিলে বাস॥
গুণ্ গুণ্ গুণ্ ভুলি আছে অন্ধকারে।
অলি আর বলী নয় কলি দলিবারে॥
হইল সুবাস-হত কমলের দল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

BANGLADARSHAN.COM

জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

মাঠ আছে কাঠ হয়ে ফুটিফাটা মাটি।
কোথা জল কোথা হল কোথা তার পাটি॥
হয়ে চাষা আশাহারা হায় হায় বলে।
কাঁদিয়া ভিজায় মাটী নয়নের জলে॥
শস্যচোর গ্রীষ্মবেটা দস্যু অতিশয়।
কৃষীর কল্যাণ-কথা কভু নাহি কয়॥
কপালে আঘাত করে নীলকর যারা।
রবি-করে সারা হয়ে মারা গেল চারা॥
আকাশ চাহিয়া আছে কাছে রেখে হল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

BANGLADARSHAN.COM

নগরের দক্ষিণেতে যত শ্বেত নর।
খাটায়ে খসের টাট্টি মুড়িয়াছে ঘর॥
তাহাতে চামের জল ঢালে নিরন্তর।
তথাচ শীতল নাহি হয় কলেবর॥
ও গড ও গড বলি টবেতে উলিয়া।
মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি কামিজ খুলিয়া॥
ব্রাণ্ডী-জল খায় তবু ঠাণ্ডি নাহি করে।
কেবল চাইস ভরা আইসের পরে॥
শুকায়েছে বিবিদের মুখ-শতদল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

মণ্ডালোষা দধি-চোষা ঢোসা জল যত।
কোষা ধরা গোঁসা ভরা তপে জপে রত॥
প্রভাতে উঠিয়া মরে মিছে ফুল তুলে।
পূজার আসনে ব'সে মন্ত্র যায় ভুলে॥
শিবেরে ঠেকায়ে কলা কলা আগে চায়।

খপ ক’রে তুলে নিয়ে গপ্ ক’রে খায়॥
ভূতপালে ফেলে দিয়া নিজ পেট পালে।
কোষা ধ’রে ঢক্ ঢক্ জল ঢালে গালে॥
না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল আগে যায় ফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

একেবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত প্যাঁজখেকো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোল্লা তোবাতাল্লা বলে আল্লা মরি॥
দাড়ি বয়ে ঘাম পড়ে বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টি-জল পেয়ে যেন ফুটিয়াছে কেশে॥
বদনে ভরিছে শুধু বদনার নল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বাবুগণ কাবু হন কেহ নন সুখী।
বোকা হয়ে খোকা ভাব বিবি সব খুকী॥
মলিনা মসির প্রায় যত চাঁদমুখী।
বাড়ে আর নাহি লয় মদনের ঝুঁকি॥
যোগ হ’লে ভোগ নাই নাই লুকোলুকি।
আসলে কুশল নাই সুধু উঁকি ঝুঁকি॥
দিয়ে খিল হয়ে মিল মুখে উঠে উকি।
তখনিই ছাড়াছাড়ি গাত্র সোঁকাসুঁকি॥
চোখে মুখে শ্রমজল পড়ে গল গল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

BANGLADARSHAN.COM

হায় হায় কার কাছে করি বল খেদ।
যায় ধর্ম্ম এ কি কর্ম্ম হয় মর্ম্মভেদ॥
স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ।
নিদাঘ নাস্তিক বেটা লুপ্ত করে বেদ॥
সধবা হইল যেন বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে অঞ্চলে না রাখে॥
আগে ভাগে খুলে ফেলে বালা আর মল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কোথায় বরুণ হায় কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হয়ে সাগর ভরুন॥
লুকায়ে দারুণ ভাব অরুণ সরুন।
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন॥
ঘন ঘন ঘন-দল চরুন চরুন।
জীবের সকল দুঃখ হরুন হরুন॥
অবনীর উপকার করুন করুন।
গ্রীষ্মনাশে রণ-অস্ত্র ধরুন ধরুন॥
মেঘনাদে হয়ে যাক্ ধরা টল টল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কোথায় করুণাময় জগতের পতি।
তব ভব নাশ হয় কি হইবে গতি॥
করুণা কটাক্ষ নাথ কর একবার।
পড়ুক আকাশ হ'তে সুধার সুধায়॥
চেয়ে দেখ চরাচরে কার নাহি বল।
কিরূপ হয়েছে সব অচল অচল॥
আর নাহি সহ্য হয় প্রভাকর কর।

BANGLADARSHAN.COM

মারা যায় তব দাস প্রভাকর-কর॥
কাতরে তোমায় ডাকি আঁখি ছল ছল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব

প্রতিদিন পোড়া জল হয় হয় হয় না।
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি সৃষ্টি আর রয় না॥
যাই যাই বিনা কেহ কোন কথা কয় না।
উহু উহু বাপ বাপ তাপ আর সয় না॥
বরুণ করুণ হয়ে কৃপাভাব বয় না।
জলধর চাতকের তত্ত্ব আর লয় না॥
সধবা বিধবা সাজে ফেলে দিয়ে গয়না।
গ্রীষ্মে হ'ল তপস্বিনী যত সব ময়না॥
মিছেমিছি করি জাঁক মিছেমিছি ছাড়ি হাঁফ,
মিছে ডাক শরদের প্রায়।
কোথায় বৃষ্টির পতি, কি হবে সৃষ্টির গতি
চলে না দৃষ্টির গতি হায়॥
কে কহে আষাঢ় মাস, খেতেছে গায়ের মাস,
রসকস কিছু নাহি মুখে।
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয়,
বরযা বরশা মারে বুকে॥
বরযার এ কি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা,
ভাল ধারা ধরে ধারাধর।
করিতেছে সমীরণ, হুতাশন বরিষণ,
পুড়ে যায় ধরা ধরাধর॥
মরে যত জলচর, নদ নদী সরোবর,
শুকাইল যত জলাশয়।
হায় এ কি অপরূপ, অনলে পূরিল কূপ,
পাঁক মাত্র কিছু নাহি রয়॥
ধ্যান করি জলদেরে, জল দে রে জল দে রে,
হা জল যো জল শুধু কয়।
হয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগিছে কত,
মানবাদি প্রাণী সমুদয়॥
ফুটিফাটা হ'ল ঘাট, চেলাকাঠ যেন মাঠ,

BANGLADARSHAN.COM

হাট বাট সকল সমান।
শমন-তাতের তাতে, একেবারে সব তাতে,
তাতে আর নাহি রয় প্রাণ॥
বরষার খেলে হলি, পবন উড়ায়ে ধুলি,
দশদিক্ করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়,
এ প্রকার সাধ্য আছে কার ?
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।
বল বুদ্ধি কার নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,
কোনরূপে রক্ষা আর নাই॥
এ তাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে,
বাসুকির মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়িছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ,
মরি মরি হায় এ কি দায়॥
দিনকর খরতর, অমরেরা মর মর,
জরজর হ'ল ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হরে বিশ্বের আয়ু,
জীবনদ না দেয় জীবন॥
ভুমে শস্য ফল গাছে, আহারে জীবন বাঁচে,
জলেরে জীবন সবে কয়।
বল বল শুনি তাই, এ জীবন বিনা ভাই,
জীবের জীবন কিসে রয় ?
যথা যথা শাখী যত, শুকাতেছে অবিরত,
শাখাপত্র সব হ'ল সারা।
ঘোর তৃষ্ণা সয়ে সয়ে, ক্রমেতে নীরস হয়ে,
সমুদয় চারা গেল মারা॥
তাপেতে শুকায় মূল, কোথা আর ফল ফুল,
ফুল-বাসে বহ্নি করে বাসা।
সৌরভ গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই,
ঘ্রাণ নিলে জ্বলে যায় নাসা॥
কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষ সহ যত লতা,

BANGLADARSHAN.COM

সখ্যভাবে ছিল এত দিন।
মুখ তুলে সেহ লতা, এখন না কয় কথা,
নতমুখে হেতছে মলিন॥
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখা দ্রব্য করে ধরি,
লতার স্তবকরূপ স্তন।
নাগর নাগরী যোগ, মরি কি সুখের ভোগ,
করেছিল প্রেম আলাপন॥
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা রসবতী,
পতি-মুখ-চুম্বন আশায়।
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চালন,
দ্রুতগতি ঊর্দ্ধমুখে ধায়॥
মরি মরি আহা আহা, এখনি দেখেছি যাহা,
ক্ষণপরে তাহা নাই আর।
পতির অবস্থাভেদে, সতী লতা মরে খেদে,
কালের কি ভাব চমৎকার॥
কালের কি ধর্ম্ম হেন, আষাঢ়ে বৈশাখ যেন,
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে।
জ্বলে পুড়ে ছারখার, ধরণী কি বাঁচে আর,
ঘর্ম্ম আর নয়নের জলে॥
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর,
হয়ে গেল দারুণ দুর্দ্দশা।
নরনারী এ প্রকারে, কেমনে বাঁচিতে পারে,
কোথা তবে সুখের ভরসা ?
কার কাছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদ,
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার।
স্বভাব অভাব ধরে, সৃষ্টি সব নাশ করে,
নিদাঘ নাস্তিক দুরাচার॥
পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক যেন ইলে রাজা,
পেটে পূরে জলের সাগর।
ঢক ঢক গেলে যত, উদরী রোগের মত,
সকলেরি উদর ডাগর॥
পাতে মাত্র দিই হাত, কে খায় গরম ভাত,

BANGLADARSHAN.COM

পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল।
কেবল অম্বল খাই, পেটের সম্বল তাই,
টম্বল টম্বল ঢালি জল॥
উহু উহু রাম রাম, পচিয়া গায়ের চাম,
ঘাম ফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত।
দাদ কণ্ডূ সব গায়, নাটুরে মাঝির প্রায়,
সাজিলেন বাবুভেয়ে যত॥
শুদ্ধাচার যারা শুচি, কালভেদে হাড়ি মুচি,
আচার হইল রাখা দায়।
খেতে ব'সে চুলকুনি, মেলিয়া নখের কুণি,
এঁটো হাত দিয়ে হয় গায়॥
পূজা সন্ধ্যা নাহি ঘটে, পিপাসায় ছাতি ফাটে,
ফেলে দিয়ে ফুল বিল্বদল।
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা,
কোশা ধ'রে গালে ঢালে জল॥
BANGLADARSHAN.COM
সাজো নাই অন্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে,
তপ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া।
বলে বাসি ভালবাসি, নেবু-রস গন্ধ বাসি,
পান্তা খান আমানি মাখিয়া॥
কার নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার,
রাজভোগে নহে গ্রাস রত।
দেহ হ'তে ঝরে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর,
ঘোল নিয়ে গোল করে কত॥
হয়ে ভীষ্ম গ্রাম্যরাজ, সাধিছে আপন কাজ,
ঘোরতর করিছে নাকাল।
ছোট বড় আদি যত, আহারে উড়ের মত,
খেতেছেন সবাই পাঁকাল॥
যাহারা সকাল খায়, তারা সব বেঁচে যায়,
পরে আর কে করে আহার।
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, আকাশে অগ্নির খেলা,
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার॥
পশ্চিমের যত খোট্টা, নাহি খায় চানা ভোট্টা,

পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।
লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ায় গীত গেয়ে,
প'ড়ে প'ড়ে খ্যাল দেখে কত॥
উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটি গেলা কাঁই পাই,
গেঁহাঁড়ি-পো শলা।
লুগাপাট্টা নে রে নে রে, ঠাণ্ডা জড় আনি দে রে,
খরারে মো হঁসা উডি গলা॥
দিশি পাতিনেড়ে যারা, তাতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কয়।
হ্যাঁদুবারি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,
নাতি তবু নিদ্ নাহি হয়॥
এঁদে দেঁয় ফুফু নানী, কলুই ডেলের পাণি,
ক্যাঁচাক্যালা কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাছে, বালবাচ্ছা কিসে বাঁচে,
কিনে খাতে তেকার মরণ॥
BANGLADARSHAN.COM
আসমানে পানি নাই, পেঁজিতে কি ন্যাখে তাই,
বরাক্ষণে পুচ কর গিয়া।
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাট তরে,
মোট বই ন্যাপ বিছাইয়া॥
আনি দে বাই, হীতল হলিল খাই,
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে।
ঢাহা যামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে খামু,
বগবতী বৈরব কোহানে॥
হিব হিব, অরি অরি, হুজ্জির হুতাপে মরি,
গরে যামু কেম্বাই করিয়া।
বীমাবর্ত্তা বগমান, আমগান রাখ জান,
পূজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া॥
রজনীতে যত নারী, ছাদে পোড়ে সারি সারি,
অলসেতে শরীর এলায়।
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস,
বুকে মুখে পবন খেলায়॥
হাফকাষ্ট কালা ট্যাস, কলমে না চলে ফ্যাঁস,

আফিসে খপিস হয়ে আছে।
কালামুখে উঠে হোরা, বেলাক বেঙালী তোরা,
আসিস না কেউ মোর কাছে॥
নেটিব কেরুর সাৎ, বল্‌তে কোর্ত্তে নেই বাৎ,
ক্যাল্যাম্যান ড্যাম তোরা ড্যাম।
গমিস ডিকোষ্টা সাৎ, দেঁড়িয়ে কেটেনু রাৎ,
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম॥
সাহেবেরা সারা হয়, কামিজ ফেলিয়া কয়,
ও গড ও গড ড্যাম হাট।
বরফে মিলায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল,
তবু সদা গলা হয় কাঠ॥
দ্বারে মোড়া খসখস, জল দেয় ফস ফস,
সে জল অনল বোধ হয়।
নিরন্তর খায় সোঁদা, জোঁদা মুখে লাগে বোদা,
বিবিদের বিদরে হৃদয়॥
BANGLADARSHAN.COM
কেরাণী আমলা আর, বাজারের সরকার,
যত যত ব্যবসায়িগণ।
এক দশা সবাকার, শরীর বহে না আর,
নিজ নিজ কর্ম্মে নাহি মন॥
পড়ুয়ার রুদ্ধ পাঠ, হাটুরে না করে হাট,
ভিখারী না ভিক্ষা নিতে যায়।
পথিকেরা গতিহীন, তরুতলে কাটে দিন,
প'ড়ে থাকে যথায় তথায়॥
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ,
উড়ে যায় তৃণের কুটীর।
তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন,
জপে তপে মন নহে স্থির॥
যাহা হ'তে জন্ম যার, সেই ধরে ধর্ম্ম তার,
কিসে তবে হইবে নিস্তার ?
সমীরণে হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ,
জলে করে অনল বিহার॥
কাননের পশুগণ, এত দূর জ্বালাতন,

সমভাবে শান্তি-গুণ ধরে।
যে যাহার হয় ভক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
পরস্পর হিংসা নাহি করে॥
কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাঘ,
জরজর হয়ে প'ড়ে আছে।
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ, খপ খপ নেড়ে ঠ্যাঙ,
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে॥
ঢুকে গৃহস্থের পুরী, চোরে নাহি করে চুরি,
অলসে অবশ তার দেহ।
বড় বীর যোদ্ধা যত, হয়ে বলবুদ্ধিহত,
সমরে সাজে না আর কেহ॥
শাখীপরে পাখী সব, অবিরত হতরব,
আহার-বিহার নাহি করে।
নীড়মাঝে ভিড় নাই, যে কিছু শুনিতে পাই,
বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে॥
BANGLADARSHAN.COM
গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাষা,
ব'সে আছে কাছে রেখে হল।
বরষার নাহি ধারা, ধান্যচারা গেল মারা,
দুই চক্ষে শতধারা জল॥
মিছেমিছি জেঁকেজুঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে,
ফোঁটাকত হয় বরিষণ।
বসুধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কৃপা,
আরো তিনি হন জ্বালাতন॥
দিবামান নিশামান, হান-ফান করে প্রাণ,
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা।
এমন আঁকষী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই,
আকাশেতে জল আছে কি না॥
মরে জীব সমুদয়, আর না যাতনা সয়,
কোথা নাথ কৃপার আধার।
যায় যায় যায় সৃষ্টি, হর রিষ্টি দিয়া বৃষ্টি,
কৃপাদৃষ্টি কর একবার॥
বরষার নাহি বারি, দৈব-বিড়ম্বনা তারি,

না জানি পাপের কত ভার।
কিসে এত কোপদৃষ্টি, আপনার এই সৃষ্টি,
কেন কর আপনি সংহার ?
ছিটে ফোঁটা পড়ে জল, ভেপে উঠে ভূমিতল,
গুমটে গুমুরে যায় প্রাণ।
পৃথিবীর মুখশোষ, শুয়ে খেয়ে ফোঁস ফোঁস,
শব্দ করে সাপের সমান॥
দিনমান নিশামান, দূরে যাক পরিমাণ,
ক'রে দেও ঘোর অন্ধকার।
শীতল স্বভাব ধরি, ঘোরতর নাদ করি,
বৃষ্টি হোক্ মূষলের ধার॥
চতুর্ব্বিধ প্রাণিচয়, তৃপ্ত হয়ে যেন রয়,
যেন হয় শস্যের সঞ্চার।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপাকর কৃপা কর,
প্রণিপাত চরণে তোমার॥
BANGLADARSHAN.COM
আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া ক'রে দিলে তাই,
কিছুই তো চাহিব না আর।
অহঙ্কার ঘোর ভীষ্ম, মানবের মনে গ্রীষ্ম,
শান্তিজলে করহ সংহার॥
এই শান্তিজল দিয়া, দেখাও কৃপার ক্রিয়া,
বিদ্রোহ-অনল করি নাশ।
বিপদ্ বিনাশ হোক্, রাজা প্রজা সুখে রোক্,
এইমাত্র মনে অভিলাষ॥

বর্ষা

করিয়া সমর-সাজ , ঋতুপতি বর্ষারাজ,
অবনীমণ্ডলে উপনীত।
রণস্থল করি রুদ্ধ, ব্যাপিল পৃথিবী শুদ্ধ,
ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত॥
দেখিয়া বিপক্ষ দল, গ্রীষ্মের টুটিল বল,
পরাজয় করিল স্বীকার।
পলাইল পেয়ে ভয়, বরষার মহাজয়,
ত্রিভুবন করে অধিকার॥
গগনের সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্ট-মনে,
তিমিরের মুকুট মাথায়।
পবন প্রবল অতি, পূর্ব্বদিকে করে গতি,
দিবানিশি চামর ঢুলায়॥
গুড় নি জলের জাল, লেটের উড় নি ভাল,
মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোঁচা।
বারির বসন পরা, লুটাইয়া পড়ে ধরা,
বাতাসেতে উড়ে যায় কোঁচা॥
সবুজ মেঘের দল, ঢল ঢল ছল ছল,
হতবল প্রবল অনিলে।
স্থিরচক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়,
আস্তিন হয়েছে তার ঢিলে॥
সোনার দামিনী-হার, গলায় দুলিছে তার,
আহা মরি কত শোভা তায়।
সেফালিকা প্রস্ফুটিত, অতিশয় সুশোভিত,
জরির লপেটা লতা পায়॥
ঝিল বিল নদী নদ, সরোবর সিন্ধু হ্রদ,
আর যত পারিষদ্‌গণ।
সকলের এক বোল, প্রেমানন্দে দিয়ে কোল,
পরস্পর করে আলিঙ্গন॥
তরুকুল নত শাখা, প্রতি পত্রে জল মাখা,

BANGLADARSHAN.COM

সারি সারি সরস অন্তরে।
নজর ধরিয়া ছলে, বরষার পদতলে,
যোড়করে প্রণিপাত করে॥
তেকপাল কাতোয়াল, করে করি খাঁড়া ঢাল,
জলে স্থলে কত সুখ লোটে।
দেখিয়া ভেকের ভেক, বিয়োগীর বাড়ে ভেক,
ইচ্ছা হয় ডেক নিয়া ছোটে॥
নকিব চাতকচয়, জয় ভূপতির জয়,
প্রতিক্ষণ এই রব হাঁকে।
জল দে রে জল দে রে, প্রাণ যায় জল দে রে,
জলদেরে আর নাহি ডাকে॥
কোন তুচ্ছ থিয়েটর, বরষার নাচ-ঘর,
মনোহর শিখর সমাজ।
দৃশ্য অতি অপরূপ, চিত্র করা নানারূপ,
সমুদয় স্বভাবের সাজ॥
BANGLADARSHAN.COM
নিজ স্বরে জলধর, গান করে বহুতর,
নানা স্বরে রাগ ভাঁজে মুখে।
বৃষ্টির বাজনা ভাল, ঝম্ ঝম্ বাজে তাল,
শিখী নিত্য নৃত্য করে সুখে॥
কেমন কালের ধারা, অবিশ্রান্তে বারিধারা,
সুধার সুধার বরিষণ।
সদাই প্রফুল্ল মন, চাতক চাতকীগণ,
শুভক্ষণ করে সুভক্ষণ॥
জাঁকিল ভেকের দল, মাগিল স্বর্গের জল,
রাখিল ভুবনে তাল যশ।
ডাকিল মেঘের পাল, হাঁকিল ঠুকিয়া তাল,
ঢাকিল তিমিরে দিগদশ॥
করিল উত্তম কর্ম্ম, হরিল গাত্রের ঘর্ম্ম,
মরিল পিপাসা দাহ জ্বর।
তরিল যুবক যারা, ধরিল যুবতী দারা,
পরিল পোষাক বহুতর॥
চারিদিক্ অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকার,

জলে স্থলে একাকারময়।
হেরি শুদ্ধ নীরাকার, নিরঞ্জন নিরাকার,
এই বুঝি চিহ্ন তার হয়॥
হায় হায় এ কি দায়, মহাপ্রলয়ের প্রায়,
সকল পৃথিবী ভাসে জলে।
অধরা হইল ধরা, জল নাহি যায় ধরা,
একেবারে যায় ধরাতলে॥
ক্রোধযুক্ত ধরাধর, ডুবে গেল ধরাধর,
কেবল মস্তক দেখা যায়।
ভূজঙ্গ বিহঙ্গ যত, কত শত হয় হত,
পশু যত করে হায় হায়॥
রাজার বাজার জাঁক, গরবেতে গোঁপে পাক,
ছাড়ে হাঁক ঐরাবতে চড়ি।
বাজে লোকে বাজ কয়, ফলতঃ সে বাজ নয়,
বরষার দন্ত-কড়মড়ি॥
BANGLADARSHAN.COM
বিষম বজ্রের শব্দ, ত্রিলোক হইল স্তব্ধ,
থর থর ভয়ে কাঁপে সব।
হড় মড় কড় মড়, সদা করে মড় মড়,
চড় চড় কড় কড় রব॥
শুনি ধ্বনি বজ্রাঘাত, গর্ভিণীর গর্ভপাত,
প্রমোদে প্রমাদ সদা গণে।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম, নিজাঙ্গ করিল তম,
মাতঙ্গ আতঙ্গ পায় মনে॥
হুড় হুড় দুড় দুড়, মেঘনাদ গুড় গুড়,
জলদ জুটেছে ভাল বুটি।
লোকে বলে এ কি কাল, উড়িয়া স্বর্গের চাল,
ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খুঁটি॥
নাশিতে সকল রিষ্টি, বরষার কোপ-দৃষ্টি,
নয়নে অনল তার জ্বলে।
সেই অগ্নি দৃশ্য হয়, ভ্রমেতে মনুষ্যচয়,
চপলা বিদ্যুৎ তারে বলে॥
কেহ কেহ এই কয়, এ ভাব যথার্থ হয়,

কেহ কয় তাহা নয় ভাই।
রণে হয়ে পরিশ্রান্ত, মহাবল-পরাক্রান্ত,
ঘন তোলে ঘন ঘন হাই॥
কেহ কহে সৌদামিনী, বরষার প্রিয় রাণী,
সুরূপসী মুনি-মনোহরা।
তাহার মুখের হাসি, প্রকাশিয়া প্রভারাশি,
অন্ধকারে আলো করে ধরা॥
বুদ্ধিবলে কেহ বলে, গ্রীষ্ম অন্বেষণ ছলে,
পাতিয়াছে ঘোর ষড়জাল।
কোপে অঙ্গ জরজর, মুক্তি করি জলধর,
জ্বালিয়াছে তড়িৎ মশাল॥
সুবিমল শশধর, গোপন করিয়া কর,
অন্ধকারে লুকাইল আসি।
দেখিয়া বন্ধুর দুখ, বিষাদে বিদরে বুক,
রজনীর মুখে নাই হাসি॥
BANGLADARSHAN.COM
সপত্নী সকল তারা, মুদিয়া নয়নতারা,
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।
ডাকে তারা তারাকান্ত, কোথা তারা তারাকান্ত,
অবিশ্রান্ত ভাসে শোক-জলে॥
কুমুদের মনে খেদ, অন্তর হইল ভেদ,
চাকোর করিছে হাহাকার।
ক্ষুধায় সুধায় তারে, সুধায় তৃষিতে পারে,
তার পক্ষে কেবা আছে আর॥
দিনপতি অতি দীন, দিন দিন প্রভাহীন,
কোন দিন সুদিন না হয়।
কেমন কুদিন তাঁর, দুর্দ্দিন না যায় আর,
রাত্রিদিন একভাবে রয়॥
রাত্রিমান দিনমান, নাহি হয় অনুমান,
পরিমাণ মনে পায় দুখ।
কমলের মহামান, অপমানে ম্রিয়মাণ,
অভিমানে নাহি তুলে মুখ॥
সংযোগীর অভিলাষ, উভয়ে একত্রে বাস,

কোনরূপে না হয় বিচ্ছেদ।
বুঝে সার অভিমত, তাই বর্ষা এইমত,
রাত্রিদিন করিল অভেদ॥
ফুটেছে অনেক ফুল, ছুটেছে ভ্রমরকুল,
জুটেছে কাননে শত শত।
টুটেছে বিরহী জনে, উঠেছে বিচ্ছেদ মনে,
ঘটেছে বিপদ্ তার কত॥
গেল সব নিরানন্দ, কুসুমে মধুর গন্ধ,
বহে মন্দ মুখে মন্দ গান।
অলিবৃন্দ সদানন্দ, আনতে হইয়া অন্ধ,
করে সুখে মকরন্দ পান॥
বিষম চক্ষের শূল, কদম্ব কদম্ব-ফুল,
দোলে পেয়ে বাতাসের দোলা।
বিরহা করিতে বধ, সেনাপতি ষটপদ,
কামের কামানে ছোড়ে গোলা॥
BANGLADARSHAN.COM
সংযোগীর মহাযোগ, যুক্তযোগে বাড়ে যোগ,
যোগবলে বাড়ে ভোগবল।
কোন্ তুচ্ছ চতুর্ব্বর্গ, স্বর্গ এক উপসর্গ,
হাতে হাতে পায় স্বর্গফল॥
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
রতিকান্ত হারাইল দিশা।
বর্ষা তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তালভঙ্গ,
অনঙ্গ-প্রসঙ্গে সাঙ্গ নিশা॥
যে প্রকার শারী শুক, সুখের বাড়ায় সুখ,
সদাকাল থাকে মুখে মুখে।
ধরাতলে সেই ধন্য, কে আর তেমন অন্য,
যুবতী রমণী যার বুকে॥
যার ঘরে বেড়াছিটে, যদি গায়ে লাগে ছিটে,
অযত্ন সমান জ্ঞান করে।
পড়ে বৃষ্টি ছিটে ফোঁটা, পড়ে মন্ত্র ছিটে ফোঁটা,
প্রাণনাথে ভূলাবার তরে॥
সংযোগীর এইরূপ, উথলে আনন্দ-কূপ,

আহার বিহার যথোচিত।
বিরহীর বুকে বর্ষা, মারিয়া নির্দ্দয় বর্ষা,
বর্ষানামে হইল বিদিত॥
প্রবাসী পুরুষ যত, একেবারে জ্ঞানহত,
প্রেয়সীর প্রেম মনে হয়।
মদন বাড়ায় রোষ, স্বপনে অধিক দোষ,
কোনরূপে পরিতোষ নয়॥
কি কব দুখের দশা, দিনে মাছি রেতে মশা,
দুই কালে বন্ধু দুই জন।
শয্যায় ভার্য্যার প্রায়, ছারপোকা উঠে গায়,
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন॥
খুক খুক তুলে কাস, বার বার ফেরে পাশ,
দহে মন কামের আগুনে।
বিছানায় লট্‌পট্, প্রাণ যায় ছট্‌পট্,
বাঁচে শুদ্ধ বালিসের গুণে॥
BANGLADARSHAN.COM
যেমন মুষলধার, পড়ে বৃষ্টি অনিবার,
বাহিরেতে নাহি যায় চলা।
রসিকা রমণী যেই, অনুমান করে এই,
আকাশের ফুটিয়াছে তলা॥
বিমানে বাড়িল জাঁক, বারিদ বাজায় শাঁক,
বজ্রছলে উলু উলু ধ্বনি।
বর্ষার বিষম গুণ, বিবাহ করিয়ে পুন,
পুরোহিত ভেক শিরোমণি॥
ময়ুর নেড়ীর দলে, খেঁউড় গাইছে ছলে,
নাচিছে চপলা সব এয়ো।
আনন্দের পরিপাটী, সুখে করে কাদামাটী,
চাতক জুটেছে ভাল রেয়ো॥

বর্ষার বিক্রম-বিস্তার

ধরাধামে স্বভাবের ভাব বিপরীত।
বরষার ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মে সহিত॥
নিশাধারে জলধার গ্রীষ্মের বধিবারে।
করিলেন বারি-বৃষ্টি মুষলের ধারে॥
ঘর দ্বার পথ ঘাট মহা সিন্ধুময়।
নীরাকারে নীরাকার দৃশ্য সব হয়॥
গৃহস্থের কান্নাহাটী রান্নাঘরে এসে।
হাসিয়া ভাতের হাঁড়ি জলে যায় ভেসে॥
জোড়া পায় ঘোড়া নাচে চাকা ডুবে জলে।
কলের জাহাজ যেন গাড়ী সব চলে॥
বালকে পুলক পায় ভাসাইয়া ভেলা।
কিলি কিলি মীন যত পথে করে খেলা॥
পথিকের দশা দেখে নেত্রে জল ঝরে।
উঠিছে পায়ের জুতা মাথার উপরে॥
বিশেষতঃ রমণীর ভাব চমৎকার।
চলিতে চরণ বাধে বস্ত্র রাখা ভার॥
ক্ষেত্রের নির্ম্মল শোভা দেখে পূর্ণ আশা।
গেল ধ্বন্দ মহানন্দ চাষ করে চাষা॥
রসিকে রসিক সহ ভাবে গদগদ।
সুখে কহে কর সার বরষার পদ॥
প্রেমরসে মত্ত দোঁহে প্রেমানন্দ-ঘোরে।
হায় রে বরষা ঋতু বলি হারি তোরে॥

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষার রাজ্যাভিষেক

হ্রাস বৃদ্ধি সবাকার কাল অনুসারে।
না বুঝে অবোধ লোক মরে অহঙ্কারে॥
যেমন গ্রীষ্মের গর্ব্ব ছিল সর্ব্বদেশে।
পড়িয়া বর্ষার হাতে গর্ব্ব হইল শেষে॥
বরষার দাপে গ্রীষ্ম গেল অধঃপাতে।
অধর্ম্ম-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে॥
গ্রীষ্ম ভয়ে বরষা হইয়াছিল দীন।
এত দিনে দীনের কপালে শুভদিন॥
আইল বরষা ঋতু সহ পরিবার।
পুনর্ব্বার পাইল আপন অধিকার॥
গ্রীষ্ম ঋতু পলাইল দেখিয়া বিপদ্।
দিনে দিনে বরষার বাড়িল সম্পদ্॥
চাতক ময়ূর আর জলধর ভেক।
বরষাকে করিল রাজ্যেতে অভিষেক॥
সেনাপতি জলধর শরবৃষ্টি করে।
স্থানে স্থানে ভেকগণ নকিব ফুকরে॥
আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তুরী।
আনন্দে কাননে নাচে ময়ূর ময়ূরী॥
ঘন ঘন ঘন-ঘটা গভীর গর্জ্জন।
গগনে গ্রীষ্মের প্রতি করিছে তর্জ্জন॥
গ্রীষ্মের সহায় ভানু ভয়ে লুকাইল।
সেই হেতু চতুর্দ্দিক তিমিরে পূরিল॥
তড়িত প্রদীপ-শিখা করিয়া ধারণ।
কোণে কোণে গ্রীষ্মের করিছে অন্বেষণ॥
সন্তাপে তাপিত করি সকল সংসার।
কোথা পলাইল গ্রীষ্ম দুষ্ট দুরাচার॥
সংযোগী যুবতী যুবা করিল বিচ্ছেদ।
বিয়োগীর শতগুণ সংযোগীর খেদ॥
শুকাইল সরোবর নদ নদী হ্রদ।

BANGLADARSHAN.COM

ঘটাইল দুষ্ট গ্রীষ্ম এতেক বিপদ্॥
তবে যদি পাই দেখা দেখাইব তারে।
এমন অন্যায় যেন রাজ্যে নাহি করে॥
এইরূপে ধারাধর করিছে শাসন।
ধরায় না ধরে তার ধারা বরিষণ॥
সুধাবৃষ্টি প্রায় বৃষ্টি রিষ্টি করে দূর।
করি দৃষ্টি পরিতুষ্টি জগতে প্রচুর॥
পৃথিবীর উত্তাপ হরিল কাদম্বিনী।
মাতিল মদন-মদে পুরুষ কামিনী॥
ঋতুমধ্যে সরসা বরষা মনে গণি।
তাহে সেই ধন্যা যার পাশে গুণমণি॥
অবিরত রত ভোগ যত মন উঠে।
না ছুটিতে আপনি কামের বাণ ছুটে॥
গৃহ-পাশে সেফালিকা কুসুম সুগন্ধ।
সুশীতল সমীরণ বহে মন্দ মন্দ॥
আকাশে গভীর ধীর ঘন ঘন ডাকে।
মুনির মানস টলে অন্যে কোথা থাকে॥
রজনীতে না পূরে নারীর মনোরথ।
দিবস হইলে রাত্রি হয় মনোমত॥
নিবারিতে বরষা নারীর মনে খেদ।
রজনী দিবস দোঁহে রহিল অভেদ॥
শাস্ত্রে বলে মেঘাচ্ছন্ন দিন যে দুদ্দিন।
কিন্তু কামিনীর পক্ষে অতি সে সুদিন॥
পূর্ব্ব-প্রভাকর লুপ্ত বরষার গুণে।
পর-প্রভাকর দীপ্ত বরষার গুণে॥

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষার ধূমধাম

নিদাঘের সমুদয় অধিকার লোটে।
ধমকে চমকে লোক চপলার চোটে॥
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্ কলরব উঠে।
কন্ কন্ ঝন্ ঝন্ হুহুঙ্কার ছুটে॥
সুমধুর কত সুর ভেকে গীত গায়।
ঝম্ ঝম্ ঝাম ঝাম জলদ বাজায়॥
কড় কড় মড় মড় রাগে রাগ বাড়ে।
হড় হড় কড় মড় টিটকারী ছাড়ে॥
ধীরি ধীরি শোভে গিরি স্বভাবের সাজে।
গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু নহবৎ বাজে॥
থরতর দিনকর লুকাইল তাপে।
থর থর গর গর ত্রিভুবন কাঁপে॥
হুড় হুড় দুড় দুড় ঘন ঘন হাঁকে।
ঝর ঝর ফর ফর সমীরণ ডাকে॥
ভন্ ভন্ ফন্ ফন্ মশকের ধ্বনি।
কতরূপ নবরূপ অপরূপ গণি॥
শশধর জরজর জলধর-রবে।
তারা যারা পতি-হারা কাঁদে তারা সবে॥
চকোরিণী অভাগিনী হাহারব মুখে।
কুমুদিনী বিষাদিনী লুকাইল দুখে॥
বরষার অধিকার হইল গগনে।
হাস্যমুখ মহা সুখ সংযোগীর মনে॥
ঘন জলে মন জ্বলে ব্যাকুল সকলে।
বহে নীর বিরহীর নয়নযুগলে॥

BANGLADARSHAN.COM

সুবৃষ্টি

হইল সুধার বৃষ্টি, শীতল করিল সৃষ্টি,
সন্তাপ-প্রতাপ হৈল শেষ।
স্নিগ্ধকর বরিষণে, মৃদুমন্দ সমীরণে,
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ॥
স্বেদ-বিন্দু নাহি ক্ষরে, বিমলিন কলেবরে,
বিরহে শিহরে যুবা প্রাণী।
অনেক দিনের বাদ, দিনে পূর্ণ মনসাধ,
পরিবাদ অবিবাদ মানি॥
নীলরুচি নীলধর, শোভাকর মনোহর,
নয়ন-প্রফুল্লকর অতি।
হায় রে কালীয় ঘটা, হেরি তোর শোভা-ছটা,
সাধে মজে ব্রজের যুবতী॥
শুনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাস গণি,
চাতকিনী সুখধ্বনি করে।
দুখের যামিনী ভোর, সুখ ভরে মীনচোর,
ঘোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে॥
মরাল মোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্বীয় গণে,
সন্তরণে না দেয় বিরাম।
করি রব কুক্ কুক্, প্রকাশে মনের সুখ,
ডাহুক ডাকিছে অবিশ্রাম॥
শুনিয়ে মেঘের নাদ, মত্তমতি মেঘনাদ,
পাদপুট হইল অস্থির।
জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল,
কাল পেয়ে প্রফুল্লশরীর॥
আর আর স্থলচর, জলচর শূন্যচর,
চরাচর নিবসয়ে যেবা।
হইয়া শীতলকায়, কেহ ধায় কেহ গায়,
আত্মমত করে আত্মসেবা॥
স্নান করি ধারা জলে, শ্যামল বিমল দলে,

BANGLADARSHAN.COM

তরুতলে নব শোভা ধরে।
বিরহ-বিশ্রামে যেন, হাস্যরস পূর্ণ হেন,
যুবাজন আস্য শশধরে॥
তরুণ পল্লবমালে, দেখা যায় ডালে ডালে,
কদম্ব-কলিকা বিকসিত।
মধুমক্ষি মত্ত হ'য়ে, সঙ্গেতে স্বদল ল'য়ে,
পান করে অমৃত অমিত॥
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব,
ভয় হয় কবিতা-রচনে।
গুপ্তভাবে গুপ্তভাব, রাখিলে কি হবে লাভ,
গুরু ভয় গুরু কুবচনে॥
অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধু হরি,
মত্ত হয় বরষা-কৃপায়।
মল্লিকা মুকুতা ভাতি, মধুকর মদে মাতি,
গুঞ্জরিয়া ভুঞ্জে মধু তায়॥
BANGLADARSHAN.COM
আর এই দ্যাখ সদ্য, খাইয়া মেঘের মদ্য,
প্রাচীনার শিরোমণি ধরা।
নবীনা ষোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পায়,
রসিক ভাবুক মনোহরা॥
রসপানে তরুলতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা,
মাদকতা-গুণে বলি হারি।
যত সব নদী নদ, খাইতে তুষার-মদ,
হইয়াছে শেখরবিহারী॥
রসে হয়ে গদগদ, পাইয়া পরম পদ,
সাগরেতে করিছে পরাণ।
তথা সিন্ধু সুখী হ'য়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট ল'য়ে,
অবিরত করিতেছে পান॥
ত্রিলোক-তিমিরহর, নাম যাঁর দিবাকর,
সেই সূর্য্য মদে মাতোয়ালা।
ঢল ঢল লাল মূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,
শুষিছেন সংসার-পেয়ালা॥
অতএব যুধগণ, আমাদের নিবেদন,

শ্রবণেতে হউন সন্তোষ।
দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ॥
বহ বহ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
চমক হে চপলার মালা।
সহাস্য রহস্য মুখে, পান করি মনসুখে,
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা॥

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষার আবির্ভাব

ছুটিল পূবের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
ফুটিল কদম্বকলিগণ।
বরিষে জলদজল, হরিষে ভেকের দল,
করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ॥
তরুণ বয়স কালে, অরুণ জলদজালে,
বরুণ সহিত করে রণ।
প্রভাতে সমর-রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ॥
মলিন দিবসকান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
অলীন ভ্রমর তার কোলে।
বধূর বদনে মধু, শূন্য দেখি ফুলবধু,
খেদ করে গুণ গুণ বোলে॥
হায় হায় এ কি দায়, লোকে কয় বরষায়,
সংযোগীর উন্নত সম্ভোগ।
তবে কিবা অপরাধে, মধুপ বঞ্চিত সাধে,
পদ্মিনীর সহ নহে যোগ॥
এই হয় বিবেচনা, প্রাবৃটের বিড়ম্বনা,
গ্রীষ্মপতি ভানু প্রতি রাগ।
তাই তাঁর সমাশ্রিত, কিবা পত্নী পত্নী প্রীত,
সকলেতে জন্মায় বিরাগ॥
নিবিড় নীরদ কলা, কি শোভা না যায় বলা,
অমলা কালিন্দী রঙ্গময়।
মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয়॥
বরষায় ঘোর বিষে, নীরদ-ভূজঙ্গ বিষে,
ভানুকর নিকর নিঃকর।
ভস্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন,
আজু প্রভাতের দিনকর॥
অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,

BANGLADARSHAN.COM

শূন্যপয় করে অতিশয়।
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়॥
বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোর রণ,
নিদাঘ বরষা সহকার।
সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাঝে মাঝে,
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার॥
চক্ চক্ চিকি মিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা॥
একেবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুলকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল,
গান করে রসিয়া রসিয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষার অভিষেক

নীরদ বিরদবর, আরোহিয়া তদুপর,
ঋতুবর বরষার জাঁক।
গুড় গুড় গুম্ গুম্, গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্,
বাজিতেছে রণ-জয়-ঢাক॥
ওই করে ফর ফর, গতি অতি খরতর,
দামিনীর উড়িছে পতাকা।
প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,
দিয়া কর ফল পাকা পাকা॥
যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,
নাতোয়ানি নষ্টামিতে ভরা।
সাঁজোয়াল সমীরণ, কান ধরি সেইক্ষণ,
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা॥
মণ্ডল কাঁটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া,
হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।
ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্যালা রসিকের চূড়া,
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত॥
কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী সুখ গণি,
হুলুধ্বনি করে অবিরত।
জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সন্তরণ,
কলরবে কেলি করে কত॥
পূর্ণ হ'ল মনসাধ, করিতেছে ভেরীনাদ,
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।
আষাঢ়ের সুসপ্তাহে, শুভ শশধর বাড়ে,
হইল বর্ষার অভিষেক॥

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষা-বর্ণন

সসজ্জ সন্ধান পূবে, আসিয়া গ্রীষ্মের পুরে,
প্রবেশিল বরষার দল।
রিপুর প্রবল বল, দেখিয়া গ্রীষ্মের দল,
ভঙ্গ দিয়া ভাগিল সকল॥
মহা শিলাবৃষ্টি-ঘায়, প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,
হইল গ্রীষ্মের অস্থি শেষ।
সন্তাপ-সৈন্যের পতি, না পাইয়া অব্যাহতি,
পলাইতে চাহে অবশেষ॥
শত্রুভয়ে ভীত হয়ে, বিরহীর মনে রয়ে,
গোপনেতে লইল আশ্রয়।
এ কি অপরূপ ধারা, নয়নে সলিল-ধারা,
অন্তরে সন্তাপ অতিশয়॥
বরষা হইয়া ভূপ, সর্ব্বরাজ্যে গাড়ে যুপ,
উড়াইল তড়িত-পতাকা।
অভ্র-কোলে শুভ্র আভা, কি কব তাহার শোভা,
দেখ ওই উড়িছে বলাকা॥
পূরিল মনের সাধ, মেঘে করে সিংহনাদ,
ঘন ঘন ঘনে ঘনগণ।
ত্রিভুবনে দিয়া সাড়া, বাজায় বিজয়-কাড়া,
গুরু গুরু রবে অনুক্ষণ॥
পূর্ণ করি জল স্থল, আকাশ তীর্থের জল,
আনি করে ভূপে অভিষেক।
চামর কেতকী-ফুল, ঢুলায় ভ্রমর-কুল,
জয় জয় ধ্বনি করে তেক॥
ময়ূরেতে মোরচ্ছল, করিতেছে অবিরল,
দাঁড়াইয়া নৃপতির আগে।
ময়ূরী সে সভা-মাঝে, মৃদু মনোহর সাজে,
নৃত্য করিতেছে অনুরাগে॥
তপস্যাতে বহুদিন, শরীর করিয়া ক্ষীণ,

BANGLADARSHAN.COM

মলিন আছিল নদীগণ।
সংপ্রতি অমৃত খায়, হয়ে অমরের প্রায়,
সঞ্চারিল পুনশ্চ জীবন॥
চির-বিরহিণী ছিল, ঋতুযোগ সঞ্চারিল,
বিষাদে হইল হর্ষোদয়।
আহ্লাদে প্রফুল্ল কায়, নিজ পতি প্রতি ধায়,
যত নদী বেগে অতিশয়॥
মেঘাচ্ছন্ন চরাচর, শশী আর দিবাকর,
লুপ্তপ্রায় না হয় উদয়।
দ্বিনেত্র মুদিত করি, সুখে নিদ্রা যান হরি,
এই সে কারণ চিত্তে লয়॥
বরষা বিরহী নারী, ধরিয়া দিবসকারী,
করে অতি দৃঢ় আলিঙ্গন।
করের কঙ্কন তায়, খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়,
লোকে বলে বিদ্যুৎপতন॥
BANGLADARSHAN.COM
তড়িত নর্ত্তকীগণ, নৃত্য করে অনুক্ষণ,
সুললিত জলদ-সভায়।
ছিড়িল মুকুতা-হার, সেই ছলে অনিবার,
জলধার পড়িছে ধরায়॥
ঋতুর প্রভাবে হেন, রবি শশী নাহি যেন,
নিশা দিন সমান আকার।
কুমুদিনী রাত্রি জ্ঞানে, প্রফুল্লিতা দিনমানে,
পদ্মাসনে কিবা চমৎকার॥
ভাস্কর গগনে গুপ্ত, শশাঙ্ক তিমিরে লুপ্ত,
দিবারাত্রি বোধ নাহি হয়।
বায়ু সহ মন্দ মন্দ, কমল কুমুদ গন্ধ,
দেয় দিবারাত্রি পরিচয়॥
বন ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টিবোধ সবাকার,
বৃষ্টিজলে পূর্ণ সৃষ্টি-গাত্র।
লুকায়িত বিকর্ত্তন, অনুদ্দেশ জ্যোতিগণ,
জোনাকি পোকার দৃষ্টিমাত্র॥
জলময় নতস্থল, জলময় ভূমণ্ডল,

জলময় গিরি দিক্ দেশ।
দে'খে হয় এই জ্ঞান, পুনরপি ভগবান,
ধরিলেন বরাহের বেশ॥
আসিয়া বরষাকাল, ফেলিল জলদজাল,
গগন গভীর সরোবরে।
রবি শশী আদি মীন, গগনে হইল লীন,
ক্ষুদ্র মৎস্য লুকাইল ভরে॥
বিদ্যুৎ বঁড়শীপ্রায়, চতুর্দ্দিকে ফেলি তায়,
বিরহীর প্রাণ-মীন ধরে।
অসার ভাবিয়া হরি, কমলারে সঙ্গে করি,
ঢালিলেন শরীর সাগরে॥
দাতা ঘন হরষিত, হেরে হয় উপস্থিত,
যাচক চাতক দ্বিজগণ।
ঘন আগে দেয় জল, করিয়া বিদ্যুৎ ছল,
স্বর্ণমুষ্টি করে বিতরণ॥
BANGLADARSHAN.COM
মেঘ পটু নানা সাজে, চতুর্দ্দিকে বাদ্য বাজে,
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে।
পথিকের সর্ব্বনাশ, বন বহে বন শ্বাস,
নিজ বাস ভাবিয়া অন্তরে॥
বহে সুশীতল বায়ু, বিয়োগীর হরে আয়ু,
সংযোগীর পরম উল্লাস।
তারা করে অভিলাষ, বর্ষা হোক বার মাস,
অন্য ঋতু না হয় প্রকাশ॥
বিয়োগীর বুকে বর্শা, মারে বর্ষা সেই বর্শা,
নাম তার বিদিত ভুবনে।
শুনি জলদের শব্দ, বিরহিণীগণ স্তব্ধ,
দগ্ধ হয় মনের আগুনে॥
প্রবাসী জনের ক্লেশ, বর্ণিয়া না হয় শেষ,
এই ছার বরষা সময়।
অন্তরে বিচ্ছেদ-বাতি, জ্বলিতেছে দিন-রাতি,
বাহিরে বিবিধ দুখোদয়॥
রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ভিজে কাঠ ভিজে মাটী,

কোনমতে নাহি জ্বলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো॥
ধনীর সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধ্বনি,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার-বিহার॥
স্থির ভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থিরযোগে স্থিরশুদ্ধি,
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার॥
দীন তাহা কোথা পান, সুধুমাত্র জলপান
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হত দ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান-বনে ঢুকে॥
BANGLADARSHAN.COM
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল তাঁড়,
ভাগ্যদোষে তাও যায় ভেঙ্গে।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী, ছুটে আসে ছেড়ে কুটী,
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে॥
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা পাগ ভিজিল উদ।
বহুকেলে ছেঁড়াজুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে॥
আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র,
জানি শুদ্ধ একমাত্র পাঠ।
বাবুদের গেয়ে গুণ, নাহি মাছ তেল লুণ,
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাঠ॥
মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে।
তিন মাস রুদ্ধ পাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে॥
আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর,

আদসিদ্ধ তাই হয় পাক।
পৈতৃক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গড়ি দাদা,
তাহে যুক্ত করি নটে শাক॥
দুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই,
ধোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ।
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে,
মিত্রজরে করি আশীর্ব্বাদ॥
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ,
বারিবলে চরাচর ভাসে।
কি আর তোমার ব্যঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যঙ্গ,
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে॥
আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞসূত্র,
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা।
জাতি-ধর্ম্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি,
চাল ভেঙ্গে প'ড়ে ঘর চাপা॥

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষার ঝড়-বৃষ্টি

ঘটা ঘোর ক’রে সোর ঘন ঘোর রবে।
শুনি চিত চমকিত বিচলিত সবে॥
ঝন্ ঝন্ ফণ ফণ সন্ সন্ ঝড়ে।
তরুচয় স্থির নয় বোধ হয় পড়ে॥
বিজলীর কি মিহির যেন তীর ছোটে।
ঝড় ছাট ভাঙে হাট মালসাট ঢোটে॥
বহে বাত ছাঁত ছাঁত শিলাপাত সঙ্গে।
বোধ হয় করে লয় সমুদয় বঙ্গে॥
করে রব কলেরব ধরে সব রঙ্গে।
নদী নদ পেয়ে পদ গদগদ অঙ্গে॥
হেউ হেউ করে ঢেউ যেন ফেউ ডাকে।
অবিকল কল কল ঘোর জল পাকে॥
তদুপরি যত তরী নৃত্য করি তো।
প্রেমিকের হৃদয়ের আশ প্রায়॥
রাজহাঁস কি উল্লাস শেষ পূরে।
অহরহঃ যত দহ হংসী বহ ঘুরে॥
কি আহ্লাদ করে নাদ অতিখাদ সুরে।
অবিষাদ যত বাদ বিসংবাদ দূরে॥
দামোদর খরতর কলেবর ধরে।
এ কি লগ্ন বাঁধ ভগ্ন দেশ মগ্ন করে॥
গেল ধান নাহি ত্রাণ কিসে প্রাণ বাঁচে।
ঘোর রিষ্টি অতি বৃষ্টি যায় সৃষ্টি পাছে॥
লক্ষ লক্ষ পশু পক্ষ বিনে ভক্ষ্য মরে।
প্রজাদল হতবল চক্ষে জল ঝরে॥
যত চাষা হত আশা করে বাসা বৃক্ষে।
কপালের ভাল ফেন সময়ের শিক্ষে॥

BANGLADARSHAN.COM

শরদ্বর্ণন

বরষা ভরসাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দিন,
শুনিয়া শরদ আগমন।
গগনেতে জলধর, শোকে পাণ্ডু কলেবর,
বরষার বিচ্ছেদ কারণ॥
জলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষুণ্ণ,
হাহাকার করে ঊর্দ্ধমুখে।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিস্মরণ,
কাননে লুকায় মনোদুখে॥
ঘুচিল কোটালি পায়া, ব্যঙ্গ লয়ে ব্যঙ্গ ভায়া,
দিয়ে ভঙ্গ রসরঙ্গ সব।
একেবারে সর্ব্বনাশ, করিলেন জলে বাস,
আর তার নাহি কলরব॥
নেতে চারু শোভা, দিন দিন মনোলোভা,
নাহি আর অন্ধকাররাশি।
কারের তুষ্টি কর, সুবিমল সুধাকর,
রজনীর মুখে সদা হাসি॥
পূরে পূরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য,
শিতপক্ষ শারদ-নিশায়।
যেবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন,
শরদ পারদ মাখে গায়॥
প্রিয় দারা তারা যারা, ছিল তারা পতি-হারা,
শশী ঘেরি তারা সব জ্বলে।
কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা-ফুলের হার,
শোভে যেন স্ফাটিকের গলে॥
নির্ম্মল হইল জল, রাজহংস কল কল,
সরোবরে করে অনুক্ষণ।
কত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে,
হৃদয়রঞ্জন এ খঞ্জন॥
জুটিল সহস্রদল, শতদল সুবিমল,

BANGLADARSHAN.COM

কুমুদ কহ্লার শোভা করে।
বহু দিবসের পর, মত্ত হয়ে মধুকর,
মধুপান করে দুই করে॥
শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে,
রসে শতদল-দলে সুখে।
মনোহর সরোবরে, পুলকে ঝঙ্কার করে,
কিবা গুণ গুণ গুণ মুখে॥
নাহি পৃথিবীর পঙ্ক, শুষ্ক পথ নিষ্কলঙ্ক,
নিরাতঙ্ক যোদ্ধাগণ সাজে।
পথিকের পথ-ক্লেশ, দূরে গেল সবিশেষ,
পরন্ত বিচ্ছেদ মনোমাঝে॥
ছয় ঋতুমধ্যে ধন্য, সকলের অগ্রগণ্য,
শরদের জয় সবে বলে।
যাহাতে যোগীন্দ্র-জায়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
আবির্ভূতা অবনীমণ্ডলে॥
মৃন্ময়ী মহেশ-প্রিয়া, যথা শক্তি পূজা দিয়া,
তরে লোক ইহ-পরকাল।
তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সব,
পঞ্চানন তবু মহাকাল॥
আছেন অনেক ঋতু, মন উদাসের হেতু,
পুণ্যসেতু বান্ধে কোন্ ঋতু।
দুর্গা দরর্শন অর্থে, শরদে আসেন মর্ত্ত্যে,
সুরগণ সহ শতক্রতু॥
লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশভুজা,
দশদিক্ করেন প্রকাশ।
শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন,
জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস॥
প্রতি ঘরে বাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান,
বর্ণনা করিব তাহা কত।
যাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধন,
আয়োজন করে সেই মত॥
কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অনুরাগে,

BANGLADARSHAN.COM

শেষে চিত্র করে চিত্রকরে।
মেটেরঙে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ,
যত্নে তুলি হস্তে তুলি ধরে॥
ডাককর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাক,
ডাকের ডাকের বড় জাঁক।
করে আচ্ছা সাচ্চা সাজ, ভিতরেতে কত কাজ,
ডাক ডাক এই মাত্র ডাক॥
দেবীরে সাজায় সাজে, যেখানে যে সাজ সাজে,
অপরূপ মুনি-মনোলোভা।
ভুবন-ভূষণা যিনি, ভূষণে ভূষিতা তিনি,
ধরাতে ধরে না মা'র শোভা॥
যার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শঙ্কর-শক্তি,
ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী।
মনে আছে প্রেম আঁটা, মাখিয়া বেলের আটা,
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি॥
BANGLADARSHAN.COM
সবে বলে সাজা সাজা, জানে না শেষের মজা,
সঙ সেজে কত রঙ করে।
কি বাজনা বাজাতেছে, কারে সাজ সাজাতেছে,
ঢুকিয়া সংসার-সাজঘরে ?
আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে তাই,
তুমি কর কার চক্ষুদান ?
আপনি না হয়ে স্থায়ী, কারে কর জলশায়ী,
নিজ করে করিয়া নির্ম্মাণ ?
ধর ধর তুলি ধর, কর কর পূজা কর,
হর হর বল জীবচয়।
গোড়ে পূজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব,
মনে যদি স্থির প্রেম রয়॥
কামনা-কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এটে,
গল্প ফেঁদে কল্প করা দোষ।
ভক্তি সহ গাঢ় যত্নে, পরিতোষ-মহারত্নে,
পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ॥
যাজক ব্রাহ্মণ যারা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা,

খণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা।
যজমান বড় আঁট, পক্ষাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ,
পাছে হয় কিঞ্চিৎ অন্যথা॥
নবমীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্যোগ অল্প,
গাল-গল্প প্রতি ঘরে ঘরে।
কারিগুরি করি নানা, সাজায় বৈঠকখানা,
ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে॥
প্রকৃতির সাজ যাহা, বিকৃতি না হয় তাহা,
স্বভাবেতে আকৃতি গঠন।
তুমি কর যত রূপ, কতরূপ তার রূপ,
অপরূপ বিরূপ বচন॥
মনোহর ঘর দ্বার, মেরামতি কত তার,
রঙ্গিন্ করিছ ঠাঁই ঠাঁই।
কিন্তু তব বাসঘর, নাম যার কলেবর,
তার আর মেরামৎ নাই॥
BANGLADARSHAN.COM
যেই ধনী ভাগ্যধর, আছে অর্থ বহুতর,
অনায়াসে ব্যয় করে ধন।
দানকার্য্যে সদা রত, এখন সম্পদহত,
দুর্গা তার দুর্গের কারণ॥
পড়ে ঘোড়তর দুর্গে, ডাকে সদা দুর্গে দুর্গে,
ভাগ্যে তার নাহি শুভফল।
নাহি আর ধুমধাম, অবিশ্রাম অষ্ট যাম,
কেবল নয়নে ঝরে জল॥
বৃত্তিসাধা বিপ্রগণ, লোভেতে চঞ্চল মন,
স্নান পূজা কিছু নাহি আর।
হয়ে অর্থ অনুরাগী, কেবল অর্থের লাগি,
অনাহারে ফেরে দ্বার দ্বার॥
দেখিলে সধন লোক, পড়িয়া কবিতা শ্লোক,
সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ দান।
বাবুজী কল্যাণ হোক্, সন্তান সুখেতে রোক্,
দাতা নাহি তোমার সমান॥
দানে মানে কুলে শীলে, আর কি এমন মিলে,

সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি।
পূজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষিকের টাকা দিন,
কাল প্রাতে যেতে হবে বাড়ী॥
পুত্র দুটি শিশু অতি, কন্যাটিও গর্ভবতী,
বাটীতে মায়ের আগমন।
ব্রাহ্মণী একেলা ঘরে, কত দিক্ রক্ষা করে,
আমি গেলে হবে আয়োজন॥
যজমান শিষ্য যারা, এবারে সিকস্ত তারা,
কিছুমাত্র দেন নাই কেহ।
ধান-যাহা ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে,
ভাবিয়া বিশীর্ণ হয় দেহ॥
ও বাড়ীর ঘোষ বাবু, হয়েছেন বড় কাবু,
রায়েদের সু প্রতুল নাই।
হ্যাঁচ হ্যাঁচ যে তা তবে, বল কি উপায় হবে,
শুধুহাতে কেমনেতে যাই॥
দেহে কণ্ঠাগত প্রাণ, কেবল টাকার টান,
নাহি স্নান পূজা সন্ধ্যা কলা।
প্রাতে উঠি শৌচে গিয়া, হাত-মাটী মাটী নিয়া,
কপাল জুড়িয়া আর্কফলা॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পুত্র, গলে মাত্র যজ্ঞসূত্র,
মোটা ফোঁটা কথা রুকে রুকে।
ছলেতে হবেন মান্য, হরিদ্রা গোরস ধান্য,
ইত্যাদি কবিতা-পাঠ মুখে॥
বিদ্যা সাধ্য অষ্টরম্ভা, বড় বড় কথা লম্বা,
হতভোম্বা ভঙ্গী পরিপাটী।
বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বামনাই,
মেকি কি কখন হয় খাঁটি॥
মনোলোভী বাবু যত, মানমদে জ্ঞানহত,
পূর্ণ করে যাচকের আশ।
বাহিরে সুখ্যাতি গায়, এ দিকে দেনার দায়,
বাবুজীর মার্গে যায় বাঁশ॥
প্রতিবারে করে দান, না দিলে থাকে না মান,

BANGLADARSHAN.COM

দেনা ক'রে খত দেন লিখে।
শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, স্তুতিবাক্যে বাবুজীর,
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে॥
নাকে খত কানে খত, দুনো সুদে লিখে খত,
আপাতত দূর করে দুখ।
সুদের শরদ কালে, বন্ধ হয়ে ঋণজালে,
তথাচ অন্তরে হয় সুখ॥
যত বেটা ভবঘুরে, নূতন নূতন সুরে,
নূতন নূতন শিখে গান।
সাধিছে গলার মিল, কেহ খাদ কেহ জীল,
কেহ শুদ্ধ নূপুর বাজান॥
মরীচ লবঙ্গ রঙ্গে, লয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে,
যথা যথা আকড়া যাহার।
পূর্ব্বে প্রায় মায়াবধি, না খায় অম্বল দধি,
বিশেষতঃ যত কাঁশীদার॥
কেমনে হইবে জিত, চুপি চুপি শেখে গীত,
ভাব তার না হয় প্রচার।
চিতেন মহাড়া বেঁধে, উচ্চ সুরে গলা সেধে,
গান ধরে তবে কয় পার॥
যতেক সখের দল, প্রেমানন্দে ঢলাঢল,
সুর তাল লাগিয়াছে কানে।
কোন অংশে নাহি কম, মারিয়া গাঁজার দম,
তান ছাড়ে দেওয়ার গানে॥
যাত্রাকর করে যাত্রা, কে বুঝে তাহার মাত্রা,
প্রথমে মহলা করে দান।
সাজেগোজে সুর জুতি, কেহ বলে ওগো দূতি,
কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে প্রাণ॥
যার যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে,
পণ করি দেয় তার পণ।
কেহ রাখে বেলতলা, মালিনীর তাল গলা,
গুণে তার খুন করে মন॥
যাত্রার যমক ভারি, নামজাদা অধিকারী,

BANGLADARSHAN.COM

আসর করিছে অধিকার।
দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে পায় পেলা,
সাবাস্ সাবাস্ বার বার॥
আসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা,
হেলা কেন করিতেছ কাজে।
ভবযাত্রা করিবারে, সেজেছ মানবাকারে,
অন্য সাজ তোমায় কি সাজে॥
এ নাটের ঠাট ভারি, যিনি হন অধিকারী,
তাঁর প্রতি কেন কর হেলা।
মান রেখে তান ধর, ফুরালে মানের ঘর,
কবে আর পাবে বল পেলা॥
দেহযাত্রা তুমি যাত্রী, অবসান হয় রাত্রি,
হবে যাত্রা কাঠি দিলে ঢাকে।
কর যাত্রা দেহ-যাত্রা, কিন্তু হয় শেষ যাত্রা,
গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে॥
BANGLADARSHAN.COM
স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবলি সুখের লক্ষ্য,
রজনীতে গানবাদ্যছটা।
ঝাকে ঝাকে আসে লোক, বিষম মনের ঝোঁক,
কি কহিব আমোদের ঘটা॥
বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়ুয়া নাচায় বাই,
মনোমত রাগ সুর ধরে।
মৃদু তান ছেড়ে গান, বিবিজান নেচে যান,
বাবুদের লবেজান করে॥
গুণি-হস্তে তানপুরা, তাহে কত তান পুরা,
মেও মেও ছাড়ে তার তার।
কালোয়াৎ ভাঁজে রাগ, কে বুঝে সে অনুরাগ,
রাগ নয় রাগ মাত্র সার॥
সেতার বাজায় যত, সে তার কহিব কত,
সে তার বেতার কার লাগে।
পিং পিং রারা রারা, সারি গা মা ডারা ডারা,
মেজারপে বাজে নানা রাগে॥
তাধিনা তাধিনা ধিনা, কত রাগে বাজে বীণা,

বীণা বিনা কিছু নহে ভালো।
শুনিয়া বীণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর,
মনে জ্বলে আনন্দের আলো॥
সকলের এক বোল, লেগেছে পূজার গোল,
পড়েছে ঢুলীর ঢোলে কাঠী।
তাধিন তাধিন্ রব, শুনিয়া মাতিল সব,
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী॥
নবতের বড় ধূম, গুড়ু গুড়ু গুম্ গুম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ বাজিছে সানাই।
মন্দিরে আমোদ-ভরা, মন্দিরে মোহিত করা,
তালে তালে তাল ধরে তাই॥
এইরূপ মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি।
পূজার না লন খোঁজ, মাছি কাঁদে তিন রোজ,
পুরুতের দক্ষিণায় ফাঁকি॥
BANGLADARSHAN.COM
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যারা, বার্ষিক সাধিয়া তাঁরা,
ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন।
সুধার হইলে তায়, শেষে পুত্র বস্ত্র পায়,
আপনার জন্যে দুখী নন॥
দাতার গাহিয়া জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
নস্যচ্ছলে মিসি লন কিনে।
পুতির ভিতরে ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি,
বাড়ী চ'লে যান দিনে দিনে॥
প্রায় বৎসরের পরে, প্রবাসীরা যান ঘরে,
কত সাধ মনে অগণন।
হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি,
নানামত দ্রব্য আয়োজন॥
কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমরা বলি,
কাম-কিরাতের সাতনলা।
প্রকাশিতে নিজ স্নেহ, বিজটা লইল কেহ,
কেহ বা লইল কানবালা॥
কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ বা কনকদুল,

কেহ না বিনোদ চন্দ্রহার।
কেহ বা মুকুতামালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা,
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার॥
ভূষণ লইল যত, বসন তাহার মত,
মনোমত লইল সবাই।
কেহ লয় শান্তিপুরে, কেহ বা বাগদী ডুরে,
কেহ কেহ লইল ঢাকাই॥
বড় ধূম বড় ঘরে, সাটিন-কাঁচুলি করে,
চুমকির কাজ তার মাঝে।
পয়োধরে মনোলোভা, অনঙ্গের অঙ্গ-শোভা,
হেরি শশী শশ ধরে লাজে॥
সকল শরীরে ভূষা, মূর্ত্তিমতী যেন উষা,
পূর্ণমাসী নিশি করি নাশ।
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্ক ছবি,
রবি যেন হতেছে প্রকাশ॥
BANGLADARSHAN.COM
আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে,
ভুজপাশে বাঁধে যার কর।
কোথা আর স্বর্গবাস, তাদের দাসের দাস,
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর॥
চারিদিকে বাবু বেরি, বস্ত্র হেরি ভূষা হেরি,
চাঁদমুখ দেখিতে না পাই।
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়,
রূপখানি দেখে মরে যাই॥
বায়না অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া,
যায় না তাহার শোভা বলা।
লইল গোলাবি মিশি, ইচ্ছা হয় তাহে নিশি,
আর কত পানের মসলা॥
ঘুনসী প্রেমের ফাঁসী, লইলেক রাশি রাশি,
যাহে ভালবাসিবেক প্রিয়া।
নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোমত,
হার হারে যাহারে হেরিয়া॥
জানাইতে ভালবাসা, চুঁচুড়ার মাথাঘষা,

কসা কিংবা রসা কেবা গণে।
কিনিল পরমাদরে, দিয়া কামিনীর করে,
কৃতার্থ হইব ভাবে মনে॥
অন্তরেতে ভয় আছে, পচ্ছন্দ না হয় পাছে,
এই হেতু সুস্থ নহে মন।
করিয়া বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি,
স্বীয় শক্তি-পূজার কারণ॥
পাড়াগেঁয়ে যুবাদল, মুখে হাস্য খল খল,
পরিচ্ছদে সদা মন কাবু।
মনে মনে বড় সাধ, ফাঁদিয়া মোহন ফাঁদ,
দেশে গিয়ে সাজিবেন বাবু॥
কালাপেড়ে ধুতিপরা, দাঁতে মিশি গালভরা,
ঠোঁট রাঙ্গা তাম্বুলের জলে।
গোরগাবি জুতা পায়, রঙ্গিন-ম্রঞ্জাই গায়,
হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে॥
BANGLADARSHAN.COM
যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেইমত,
দূর করে মনের বিলাপ।
ইয়ারের অনুরাগে, চরস লইয়া আগে,
আর কিছু আতর গোলাপ॥
সহরের লোক যত, তাদের উল্লাস কত,
সুখের আমোদে সদা রত।
বাবু সব ঘোর গজী, বাড়ীতে আনিয়া দর্জ্জি,
পোষাক করিছে কত মত॥
কারপেট্ চাকে নেট্, কার পেটে কারপেট,
কারু-কর্ম্ম তাহে বাছা বাছা।
স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে পরাভব,
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাচা॥
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিন দিন ছড়াছড়ি,
লেবেণ্ডর গোলাপ আতর।
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিল তাহা,
ব্যয়কল্পে না হন কাতর॥
যে সকল ষণ্ডা বাবু, নিতান্ত বেশ্যার কাবু,

টাকা বিনা নাহি থাকে মান।
রাখিয়া বাড়ীর পাটা, কুইনের মাথা কাটা,
রাঁড়ের চরণে করে দান॥
দারা পুত্র পরিবার, করিতেছে হাহাকার,
সূতা নাই প্রসূতির অঙ্গে।
সকল সুখের অঙ্গ, কে বলে হয়েছে ভঙ্গ,
এত রঙ্গ আছে এই বঙ্গে॥
তারি মধ্যে ধূর্ত্ত যারা, বিবাদ করিয়া তারা,
ছলে কলে রাখা বেশ্যা ছাড়ে।
বেশ্যাও রসের ভরা, হাঁড়ির মুখের সরা,
বাপ তুলে গালাগালি পাড়ে॥
বিরহিনী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা,
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।
কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত,
বিচ্ছেদ-অনলে মন জ্বলে॥
BANGLADARSHAN.COM
হইবে পতির সুয়া, মানে কত পান গুয়া,
করিবেক প্রেমের অধীন।
সুখের আশ্বিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে,
সুবচনী দিবেন সুদিন॥
বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা,
পরস্পর কহে এই কথা।
চাকরীর মুখে ছাই, পক্ষী হয়ে উড়ে যায়,
নিবাসে রমণী-মণি যথা॥
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী,
কোনরূপে ধৈর্য্য নাহি মানে।
সদাই সজল আঁখি, উড়িয়াছে মন-পাখী,
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে॥
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ,
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে।
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভাল বাসা,
মনে আর ভাল নাহি লাগে॥
ঘরের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ,

দহে দেহ শয়নে স্বপনে।
নাহি সুখ একটুকু, ঘোর দুখ ফাটে বুক,
চাঁদমুখ সদা পড়ে মনে॥
মনিবে না দেয় ছুটি, দিবানিশি ছুটাছুটি,
কুঠী গিয়া ছটফট করে।
নাহিক মাথার ঠিক, কেমনে করিব ঠিক,
জমা লেখে খরচের ঘরে॥
ছুটী লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সী ক'রে ভাড়া,
বসে গিয়ে নাবিকের কাছে।
দুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে,
মাঝি আর কতদূর আছে ?
ক'সে দাঁড় টান দাঁড়ী, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি,
চাল তরী ত্বরায় করিয়া।
যত শীঘ্র লয়ে যাবে, অধিক বক্‌সিস পাবে,
ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া॥
BANGLADARSHAN.COM
বদর বদর গাজি, মুখে সদা বলে মাঝি,
ঠেলে ধ্বজি গায়ে যত জোর।
গাঙ্গে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা,
টানাটানি যেন কত চোর॥
লেগেছে বাড়ীর ধূম, বাবুর না হয় ঘুম,
খ'সে গেল মনের কপাট।
বড়াদূর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই,
ওই দেখ দেখা যায় ঘাট॥
থাকিতে কিঞ্চিৎ দূর, বাড়িল অধিক ভুর,
চালের উপরে গিয়া চড়ে।
থর থর কাঁপে কায়, না লাগিতে কিনারায়,
ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
যায় উজানের যান, যায় উজানের যান,
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়।
ভাঁটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল,
আরোহীরা চন্দ্র হাতে পায়॥
গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে,

দাঁড়ে হয় শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্।
নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরী,
না মানে শিশির আর ধূপ॥
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর দস্যুগণে,
নিজ নিজ ব্যবসায়ে রত।
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় তারে তারে,
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত॥
রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নানা নাটে,
দূরে থেকে নৌকা দেখে যদি।
ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস পবনতরে,
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী॥
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁড়ি,
তাড়াতাড়ি রাঁধি গিয়া সই।
চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল,
ফলনা আইল বুঝি ওই॥
হ'লে পরে কাছাকাছি, সবে করে আঁচা-আঁচি,
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী।
প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসময়ই,
বুঝি ওই আমাদের তিনি॥
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর্ মর্ ওলো ছুঁড়ি,
ও যে বুড়ো আর কার পাপ।
কেহ কহে দূর দূর, ও বাড়ীর বট ঠাকুর,
কেহ কহে অমুকের বাঁপ॥
আর জন বলে সই, আমাদের কর্ত্তা ওই,
চিনিয়াছি শরীরের ধাঁচে।
গায়ে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা,
সেইরূপ গালে দাগ আছে॥
কেহ কয় ওলো ওলো, আই আই ম'লো ম'লো,
চোক খেয়ে কর দরশন।
রূপখানি ঢল ঢল, প্রাণধন কারে বল,
ও যে দেখি দাদার মতন॥
যুবতী কুলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের মধু,

BANGLADARSHAN.COM

মনে মনে কত শোক উঠে।
ডুব ছলে করে দৃষ্টি, মদনের বাণ-বৃষ্টি,
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে॥
ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে,
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়।
যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত,
নিজ পতি দেখিতে না পায়॥
তরণী আইলে কাছে, তরুণী মনেতে আঁচে,
পাইব আপন প্রাণধনে।
শ্বাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাতয়ে ফেরে পাছে,
মনের আগুন রাখে মনে॥
কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি,
প্রাণপতি আসিবেক ঘরে।
তোমার শ্বাশুড়ীগিন্নী, মেনেছে পীরের সিন্নি,
সন্তানের আসিবার তরে॥
BANGLADARSHAN.COM
সুর-তরঙ্গিণী-জলে, তরুণী কামিনী দলে,
পরস্পরে বলে সমাচার।
ঘরে রেখে ছেলেপুলে, কর্ত্তাটি রহিল ভুলে,
আসিবার নাম নাই আর॥
যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,
দেখে শুনে কাঁদে সব তারা।
ভেবে ভেবে তনু কালি, রাগে দিই গালাগালি,
ধার ক'রে কত হ'ব সারা॥
কেহ বলে অতি গাধা, তোমার চাটুয্যা দাদা,
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি।
প্রবাসে যাইলে পরে, তত্ত্ব আর নাহি করে,
এক মাস লেখে নাই চিঠি॥
সেজোবৌর কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে,
কোন মতে যেতে নাহি পারি।
বছরের শুভদিন, দুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ,
বিধাতা করিল কেন নারী॥
কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর,

মরি কিবা সোনার সংসার।
অহঙ্কারে মরে রাঁড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী,
জিনিস এনেছে ভারে ভার॥
যুগী জোলা মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী,
তাড়াতাড়ি চলে মনোরথে।
টাকা ছেড়ে থাবড়ায়, পার হ'য়ে হাবড়ায়,
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে॥
হুগলীর যাত্রি যত, যাত্রা করে জ্ঞানহত,
কোথা চলে স্থলে জলে সুখ।
বাড়ী নহে বাড়া দূর, অবিলম্বে গায় পুর,
হয় দূর সমুদয় দুখ॥
তাদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ,
যাদের নিবাস দূর দেশে।
রেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিয়া নামিয়া পেঁড়ো,
হাঁটাহাঁটি ফাটাফাটি শেষে॥
BANGLADARSHAN.COM
আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু,
হবু থুবু তবু সাধ মনে।
ছোটে কত কষ্ট সয়ে, গৃহে গিয়া গৃহী হয়ে,
গৃহিণী দেখিব কতক্ষণে॥
পশ্চিমের রেড়ো যত, পূবের বাঙ্গাল কত,
শত শত চলিয়াছে পথে।
কেহ গাড়ী কেহ ডুলি, কেহ বা উড়ায়ে ধুলি,
চলে যায় নিজ মনোরথে॥
এঁটে এঁটে তুলে এঁটে, যারা যায় পায়ে হেঁটে,
নাহি কোঁচকা পিঠে বোঁচকা ঝোলে।
ভবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে,
মাথার উপরে জুতো তোলে॥
স্নান পূজা কেবা করে, কোঁচড়ে জলপান ভরে,
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে।
দুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়কে আগুন দিয়া,
দম মেরে ধরাতলে লোটে॥
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদসার হেলে,

এক পদে চলে দশ পদ।
কাঁকে ঝুলি রুকো কেশ, গো-দাগার মত বেশ,
যেন কত খাইয়াছে মদ॥
অপরূপ ভাব তথা, কি কব রহস্য কথা,
নারীগণ দেখে যদি মুটে।
বুকের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে তোলা,
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায় ছুটে॥
ভিজে চুল ভিজে খোঁপা, মুখে করে কত চোপা,
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে।
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়,
বাবা কেন এলোনাক দেশে॥
এইরূপ সবাকার, আনন্দের নাহি পার,
প্রেম-পূর্ণ সকলের মনে।
খেদে নহে মন স্থির, কেবল বহিছে নীর,
বিয়োগীর যুগল নয়নে॥

BANGLADARSHAN.COM

শরদাগমে লোকের অবস্থা

আইলেন ঋতুরায় সবল শরদ।
পরিধান পরিপাটী ধবল গরদ॥
বরদার প্রিয় ঋতু নহেন বরদ।
প্রিয়পাত্র প্রভাকর কেবল খরদ॥
তাঁর দৃষ্টি ঘোর রিষ্টি কিরণ জরদ।
কার সাধ্য সহ্য করে কে আছে মরদ ?
না দেখি প্রজার প্রতি কিছুই দরদ।
কর পেতে কর পেতে হয়েছে করদ॥
অতিশয় পেয়ে ভয় লুকায় নীরদ।
অসহ্য সূর্য্যের তাপে শুকায় ক্ষীরদ॥
গ্রীষ্মরোগে নিজে ঋতু খাইল পারদ।
হইল কোন্দলকর্ত্তা সাক্ষাৎ নারদ॥
স্বভাবের দোষ হয় কখন কি বোধ ?
দেবঋষি সম সুধু বাধার বিরোধ॥
আপনি স্বতন্ত্র থাকে রাত্রি আর দিনে।
নিদাঘ বরষা হিম দ্বন্দ্ব এই তিনে॥
মাঝে মাঝে বরষা প্রকাশ করে রিষ।
কুলা প্রায় চক্র তার নাহি মাত্র বিষ॥
ভীষ্মবৎ গ্রীষ্ম দিনে বিষম প্রবল।
রজনীতে ধরে হিম ভীমসম বল॥
স্বভাবের ভাবান্তর ভাবভরা ভব।
শরতের চিহ্ন মাত্র শুভ্রাকার নভ॥
শশাঙ্কের শোভা বৃদ্ধি লোকে এই বলে।
সাক্ষী তার কুমুদিনী ফুটিয়াছে জলে॥
মধুভরে মনোলোভা কিবা শোভা তার।
ভূষার সুসার করে ঊষার তুষার॥
মনোহর সুধাকর চারু কর ধরে।
নিরন্তর সুধার সুধার বৃষ্টি করে॥
শরতের আগমনে আনন্দ আভাস।

BANGLADARSHAN.COM

পরমেশী পার্ব্বতীর প্রতিমা প্রকাশ॥
রোগ শোক পরিতাপ প্রতি ঘরে ঘরে।
তথাপি পূজার হেতু আয়োজন করে॥
অনিবার হাহাকার অর্থবলহত।
ঋণজালে বদ্ধ হয়ে অর্চ্চনায় রত॥
স্বদেশ বিদেশবাসী যত দ্বিজগণ।
অর্থহেতু নগরে করেন আগমন॥
বিদ্যা নাহি জ্ঞান নাই সাধ্য নাই কিছু।
গায়ত্রীর নাম নাই বামনাই নিচু॥
কপালের মাঝে এক আর্কফলা জুড়ে।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ ধন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে॥
পূজা সন্ধ্যা কেবা জানে শাস্ত্রবোধ হত।
কথায় কথায় ক্রোধ দুর্ব্বাসার মত॥
ক্ষুদ্রের স্বভাব সব বিষম বিকট।
রুদ্রের প্রতাপ ধরে শূদ্রের নিকট॥
পেলে কিছু গদগদ আশীর্ব্বাদ সুখে।
না পেলে বাপান্ত গাল অনর্গল মুখে॥
যাজক পূজক যত ষণ্ডামার্ক দ্বিজ।
অন্বেষণ করিতেছে পন্থা নিজ নিজ॥
হড় বড় দড় বড় মুখে বসে হাট।
অপবিত্র পবিত্র বা ঊর্দ্ধ এই পাঠ॥
পূজারির কার্য্য যত সে কেবল রোগ।
পুকারে ঊকার লোপ আকারের যোগ॥
দনুজ দলনী দুর্গে পতিতপাবনি।
হিন্দুদের ত্রাণকর্ত্রী তুমি মা জননি॥
এই হেতু করি তব প্রতিমা নির্ম্মাণ।
সুখেতে থাকিব সব তোমার সন্তান॥
এতদিন সুখে বটে রাখিয়াছ তারা।
এ বছর কেন দেখি বিপরীত ধারা ?
খাও খাও পূজা খাও করিনে বারণ।
এবার মা দুর্গে তুমি দুর্গের কারণ॥
তোমার পূজার জাঁক বাজে ঘণ্টা শাঁক।

BANGLADARSHAN.COM

পরাভব করে তাই রোদনের হাঁক॥
ধরেছ মোহিনী মূর্ত্তি দেবী দশভূজা।
দশ হস্ত বিস্তারিয়া সুখে খাও পূজা॥
ধন্য ধন্য ধন্য দেবি ধন্য তোর পেট।
চালি কলা শসা মূলা কত লও ভেট॥
দধি খাও ক্ষীর খাও খাও মণ্ডা গজা।
মহিষ মরাল খাও খাও মেষ অজা॥
খাও কত ঘড়া গাড়ু রজত পিতল।
তথাপি উদর-অগ্নি না হয় শীতল॥
তব ভক্ত অনুরক্ত প্রজা সমুদয়।
অপমানে ক্রমে সব ম্রিয়মাণ হয়॥
হিন্দুদের অগ্রগণ্য রাজা রাধাকান্ত।
সুধার্ম্মিক সুশীল সুধীর শিষ্ট শান্ত॥
শুদ্ধ মনে ভাবে শুদ্ধ যে জন তোমারে।
প্রতিদিন পূজা দেয় নানা উপচারে॥
হায় খেদ মর্ম্মভেদ খেদ কব কারে।
অবিচারে ম্লেচ্ছ রাজা জেলে দিলে তারে॥
হইলে আনন্দময়ী নিরানন্দকরা।
রাজ-অপমানে হলো শোকে পূর্ণ ধরা॥
কোথায় হইব সুখী সুখের আশ্বিনে।
রোদনের ধ্বনি হ'ল বোধনের দিনে॥
রস-রঙ্গ গীত-বাদ্য আমোদ-প্রমোদ।
রঙ্গভরা বঙ্গদেশে সমুদয় বোধ॥
আশুতোষ আশুতোষ সর্ব্বদোষহত।
দান ধ্যান যাগ-যজ্ঞে অবিরত রত॥
গতবারে তুমি তাঁরে হইয়া সদয়।
সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে প্রাণের তনয়॥
দীন দয়াময়ী দেবী এই তব দয়া।
করিলে বিজয়া-দিনে গিরিশ বিজয়া॥
দেবপূরী অন্ধকার তবু কেন দ্বেষ ?
ধন নিয়া টানাটানি করিতেছ শেষ॥
ছিলেন অনাথনাথ শ্রীদ্বারকানাথ।

BANGLADARSHAN.COM

যাঁর নাম স্মরণেতে হয় সু প্রভাত॥
তুলিতে তুলনা যার তুলি কোথা রয়।
হয় নাই হবে নাই হইবার নয়॥
সতত সরল মনে যাঁর পরিবার।
করেন কেবল সুখে পর-উপকার॥
এমন ঠাকুরপুরে মনস্তাপ দিলে।
ভাসাইলে পৃথিবীরে দুঃখের সলিলে॥
এইরূপ ঘরে ঘরে প্রতি জনে জনে।
কোনরূপ সুখ নাই মানুষের মনে॥
গড়েছে তোমারে বটে খড়-মাটী দিয়া।
কিন্তু সব মাটী হয় ভাবিয়া ভাবিয়া॥
কি হইবে কি করিবে ভেবে লোক মরে।
দেনা ঝাক্তি হাত খাঁক্তি চাক্তি নাই ঘরে॥
রূপা সোনা সব গেল জাহাজেতে ভেসে।
কার কাছে ধার পাব টাকা নাই দেশে॥
দোকানী পসারী যত আছে মাত্র ঠাটে।
ডাকের সে ডাক নাই জাঁক নাই হাটে॥
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায় সুধু ঘর খোঁচে।
সস্তাদরে ছাড়ে তবু বস্তা যায় পচে॥

BANGLADARSHAN.COM

শারদীয় প্রভাত

মিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়,
শশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর।
কাতরা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার-ধারা,
বহে শ্বাস প্রভাত-সমীর॥
কারো বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুছিছে কেহ,
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ।
নিরখিয়া সেই ভাব, কত কত নবভাব,
হইতেছে অন্তরে আরোপ॥
যেমন অন্তিমকালে, ঘেরি প্রিয় মহীপালে,
মহিষীর শ্রেণী করে শোক।
কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ সিক্তা অশ্রুজলে,
কেহ শূন্য দেখে লোক॥
অবোধ শোচনা মাত্র, কেবা কার প্রিয়পাত্র,
সকলের এক শেষ।
জীবনে দিবস কয়, এক সঙ্গে গত হয়,
যথা বনে বিহঙ্গ বেশ॥
ভোগ ফুরাইলে আর, পক্ষী কেবা কার,
একেবারে বিষয় ছেদ।
অতএব বৃথা খেদ, যথা অশ্রু বৃথা স্বেদ,
কালের নিকটে নাই ভেদ॥
দেখহ নক্ষত্রকুল, শাকে স্থূলে ভুল,
বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল।
কিন্তু তারা প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে,
কালগ্রাসে হতেছে॥
উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর,
বিমল অনল-প্রভাধর।
প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম-দীপ্তি হেন,
ধিকি ধিকি উঠে নিরন্তর॥
ক্রমে যত তেজ বাড়ে, খরতর কর ছাড়ে,

BANGLADARSHAN.COM

সরমের শর্ব্বরী পোহায়।
লোকভয় তমোরাশি, পুঞ্জ পরাক্রমে নাশি,
বিক্রম প্রকাশি ততো ধায়॥
ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর,
ঘেরিলেক ঘন ঘন বেগে।
এইরূপ প্রেমিকের, নবভাব হৃদয়ের,
ম্লান-হয় মনান্তর-মেঘে॥
বায়ুযোগে পুনর্ব্বার, সমীরণ সহকার,
দিনকর হতেছে মোচন।
এরূপে প্রেমিক-মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ,
যদি বহে আশা-সমীরণ॥
অস্তগত হেরি শশী, বকুল-বিপিনে বসি,
পিকবর ললিত কুহয়ে।
হায় রে মধুর স্বর, কবিজন-মনোহর,
বরিষহ সুধা শ্রুতিপুরে॥
BANGLADARSHAN.COM
দিনপতি প্রিয়দূত, পিকরব গুণযুত,
তার মুখে পেয়ে সমাচার।
জাগিল যতেক পাখী, প্রকাশিয়া দুই আঁখি,
হেরে নব প্রভার আধার॥
অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে,
গান আরম্ভিল নানা সুরে।
মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, যেন তুম্বুরাদি সবে,
সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে॥
রজনীতে ফুল-বন, ছিল সবে অচেতন,
সুধাস্বরে হৈল সচেতন।
প্রকাশিয়া পুষ্পচয়, হাস্য করি সুখময়,
সৌরভেতে পূরিল কানন॥
ফুটিল চম্পক-কলি, হেমছটা পড়ে গলি,
কিবা কামিনীর কান্তিহর।
মানিনীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তায়,
লাভমাত্র ভৃঙ্গ অনাদর॥
দলকে দোপাটি দল, নানা রঙ্গ ঝলমল,

শ্বেত রক্ত হিঙ্গল পিঙ্গল।
কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি,
হাররূপে শোভে সুবিমল॥
ধরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থল পদ্ম,
জলজের হরিতে গৌরব।
কিন্তু কোথা মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ,
কোথা মধুকর-মিষ্টরব ?
এইরূপে নানা ফুল, রূপ-রসে সমতুল,
প্রস্ফূটিত কানন ভিতর।
মধুমক্ষি মধুব্রত, প্রজাপতি আদি যত,
মধুপানে স্নিগ্ধ কলেবর॥
আগমনে দিনমান, সরোবর সন্নিধান,
মনোহর শোভার শোভিত।
প্রবল হিল্লোল পরে, রাজহংস কেলি করে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রলোভিত॥
ধবল তরঙ্গ-রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ,
প্রভেদ না হয় অনুমান।
হংস হৈতে অপহ্নব, কেবল শুনিয়া রব,
অনুভব আছে বর্ত্তমান॥
চারিদিকে বনচয়, স্তব্ধপ্রায় হয়ে রয়,
বোধ হয় এই সে কারণ।
নিরখি শর্ব্বরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ,
বিষাদের বস্ত্রে আবরণ॥
ইন্দু-বন্ধু অস্তগত, বিরহে বাসরে রত,
অবিরত দুখের উদয়।
দেখি তার মলিনতা, রুদ্যমান বৃক্ষলতা,
শব্দহীন প্রায় সবে রয়॥
কে বলে কুসুম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে,
ভৃঙ্গরূপ নয়নের তারা।
ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে,
ক্ষরিতেছে হিম-অশ্রুধারা॥
ফুটিল কমলাবলী, অলি তারে কুতূহলী,

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণের বরণ।
গুঞ্জরে মধুর স্বর, অঙ্গে ক্ষরে খর কর,
চক্ মক্ চঞ্চল কিরণ॥
গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশয় সুনিপুণ,
গাও গাও উচিত তোমার।
যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপক্রীত,
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের আচার॥
কিন্তু দেখ প্রজাপতি, রসপানে রস অতি,
ফলে গুঞ্জ-রব নাহি মুখে।
অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই,
রীতি হেরি মজে লোক দুখে॥
এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের,
প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে।
হায় হায় এ কি দ্রুত, চঞ্চল চরণযুত,
হয়ে কাল ধরাতলে ভ্রমে॥
BANGLADARSHAN.COM
সে দিন শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো,
সুখময় শারদীয়া পূজা।
ঘরে ঘরে দেখা যায়, আনন্দের স্রোত ধায়,
নিয়মিত দেবী দশভুজা॥
প্রতিদিন ঊষাকালে, সুমধুর বাদ্য তালে,
গীত হয় আগমনী গীত।
শুনিয়া বিমুগ্ধ মন, যতেক ভাবুকগণ,
হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত॥

শারদীয় পর্ব্ব

শশধর সুপ্রকাশ, শর্ব্বরীর মুখে হাস,
সুখময় শরদ আইল।
কবির মানস-পদ্ম, চারু কুমুদিনী ছদ্ম,
নবরসে প্রফুল্ল হইল॥
নির্ম্মল পল্বল-জল, সদা করে ঢল ঢল,
অমল কমল ফুল্লদল।
সুখে সরোবর-অঙ্গে, তরঙ্গ বহিছে রঙ্গে,
কেলিরসে হইয়া তরল॥
শরদের অভিষেক, হিম বর্ষে অতিরেক,
বিজয়ের নিশান বলাকা।
বরষা সভয় মনে, অতিশয় সংগোপনে,
জড়াইল তড়িৎ পতাকা॥
কেমন কালের গতি, যেই হয় অধিপতি,
সকলেই তাহার অধীন।
দেখহ প্রমাণ তার, দলিত অঞ্জনাকার,
জলধর ছিল এতদিন॥
কিন্তু শরদাগমনে, বারিদ বিষণ্ণ মনে,
ধরিয়াছে শুভ্রময় বেশ।
জেনেছে বিশেষ এই, রাজমন্ত্রী চন্দ্র যেই,
সেই শুক্লবস্ত্রে সমাবেশ॥
চাতুরী বুঝিয়া সার, নবনৃপ সদাচার,
ধারাধর ক্ষমতা হরিল।
সেই দুখে দিগম্বর, মৃদুস্বরে নিরন্তর,
বলে হায় বিধি কি করিল॥
তর্জ্জন-গর্জ্জন-শূন্য, মনেতে বিষম ক্ষুণ্ণ,
পাণ্ডুবর্ণ নীল কলেবর।
চাতকিনী আশাভগ্ন, বৈধব্য-দশায় মগ্ন,
হাহাকার করে শূন্যপর॥
এ নহে বিবাদ অল্প, জীয়ন্তে বিয়োগকল্প,

BANGLADARSHAN.COM

যথা যুবতীর রুগ্ন পতি।
কেবল নিরখি মুখ, না যায় দারুণ দুখ,
না হয় পুলক-সুখ-রতি॥
ভেকের ভীষণ গর্ব্ব, একেবারে হ'ল খর্ব্ব,
সর্ব্বনাশ বল-বুদ্ধি-হত।
নাহি আর ডাক্ হাঁক্, ফুরাইল সব জাঁক,
দুঃখজলে মগ্ন অবিরত॥
নিবিল যৌবন-দীপ, নীরস হইল নীপ,
ধরাধিপ শুনিয়া শরদ।
পরিণত পুষ্পচয়, ফলরূপে দৃশ্য হয়,
মধুমক্ষি ভুঞ্জে তার মদ॥
সযৌবনা সেফালিকা, মধুব্রত প্রপালিকা,
সৌরভে বসায় ঋষি মন।
বদনে উজ্জ্বল হাস, রতিমদ সুপ্রকাশ,
প্রকামদা প্রমদা-লক্ষণ॥
BANGLADARSHAN.COM
অর্দ্ধ নিশা সুসময়, বিরহী অস্থির হয়,
মনোজ্ঞ মাধুর্য্য ফুলবাসে।
কখন বা অচেতনে, স্বপনেতে ভাবে মনে,
প্রিয়া আসি পরিহাসে ভাবে॥
মুগ্ধ হয়ে মুহুর্ম্মুহু, করে রব উহু উহু,
হুহু হুহু জ্বলে হুতাশন।
মৃগ যেন দাবানলে, দগ্ধকায় দ্রুত চলে,
কখন বা হয় অচেতন॥
সেইরূপ ইতস্ততঃ, ভ্রমিছে প্রবাসী যত,
নিরখি শরদ সুপ্রকাশ।
কবে বন্ধ-হবে কুঠী, কবে বা হইবে ছুটী,
কবে শেষ হইবে প্রবাস॥
নিকট পূজার দিন, স্থির নহে মন-মীন,
বেতনের টাকায় যতন।
হাতে পেলে মাহিয়ানা, বাবুদের বাবুয়ানা,
দেশে গিয়া হইবে পূরণ॥
বিলম্ব হইলে দায়, দিন দিন বেড়ে যায়,

নানাবিধ জিনিসের দর।
বিক্রেতার ভারি ধুম, ক্রেতার উপরে জুম,
শুনে মূল আকূল অন্তর॥
অতএব কর্ত্তাপক্ষ, লক্ষের লক্ষ্য,
যক্ষভাব করি পরিহার।
কমলা কুটুম্ব হও, আমলা আশিষ লও,
মামলা সারহ সারোদ্ধার॥
নহে যত লক্ষ্মীছাড়া, দিয়া হস্ত অক্ষিনাড়া,
লক্ষ্মীছাড়া বলিবে নিশ্চয়।
সে কথাটি ভাল নয়, অতিশয় মন্যু হয়,
হাড়ে হাড়ে বেঁধে দেহময়॥
ওহে কোষাধ্যক্ষগণ, করুণার নিকেতন,
মেপেল প্রভৃতি মহাজন।
কবে ফুরাইবে বাদ, কবে পুরাইবে সাধ,
আশীর্ব্বাদ লবে অগণন॥
যত কুণ্ঠীরালদলে, পরস্পর এই বলে,
গেজেট কি ছেগেছে বিশেষ।
বিধি কি প্রসন্নরূপে, অতুল আসন্ন কূপে,
বিষণ্ণতা করিবেন শেষ॥
বেকারে বিষম দায়, একায় বিকায় তায়,
তে আকার নিশি-দিন।
ছাড়া পুজিপাটা, উপার্জ্জনে ঘোর ভাঁটা,
একটানা টানাটানি ঋণ॥
যায় না আসে আর, গালগল্প ফক্কিকার,
এইমাত্র সম্বল অখিল।
বাজারে সম্ভ্রম হত, চোরের জননী মত,
কিল খেয়ে চুরি করে কিল॥
ঈশ্বর স্মরণ মাত্র, ক্ষণমাত্র চিত্ত-পাত্র,
পূর্ণ হয় আশার সলিলে।
ফলে তাহে ফল নাই, অভাগার ভাগ্যে ছাই,
প'ড়ে থাকে স্বর্গেতে যাইলে॥
লোকে বলে লক্ষ গাধা, তপে হয় হয়জাদা,

BANGLADARSHAN.COM

বেটুয়া-বংশেতে অবতংস।
কোটি অশ্ব এ প্রকার, জন্মে এক উমেদার,
তপস্যায় তনু হ'লে ধ্বংস॥
সদুরে নিয়ম কিবা, অদূরে ছুটির দিবা,
কবে বন্ধ হবে টহরম।
দূরস্থ আমলা যত, উপরি গ্রহণে রত,
খাইয়াছে চক্ষের সরম॥
হাত ধ'রে কথা কয়, বলে রায় মহাশয়,
ওগো চৌধুরীর মুক্তিয়ার।
পূজার দিবস কম, ফুরাইল টহরম,
বার্ষিকের বল সমাচার॥
এর মধ্যে দ্বিজ যেই, মুক্তিয়ার-শিরে সেই,
তাড়াতাড়ি দেয় পদধূলি।
বলি তবে তবে তবে, ও কথাটা কবে হবে,
ঝেড়ে দিন ঝুলিঝাড়া বুলি॥
BANGLADARSHAN.COM
মুক্তিয়ার পাকা বড়, মুখে কথা তড়বড়,
হেঁড়ে পাক কানেতে কলম।
মোচেতে লাগায়ে পাক, চাতুরীর বড় জাঁক,
বাক্যচ্ছলে হাসির গরম॥
কহে তার চিন্তা নাই, সবুর করহ তাই,
নীলামের ফুরায়েছে দায়।
দিন দুই তিন রহ, পশ্চাৎ বুঝিয়া লহ,
দেখা যাক কর্ত্তা কি পাঠায়॥
আমলারা বলে ভাল, সে যে বড় দীর্ঘকাল,
আমাদের যেতে হবে বাড়ী।
অতিদূরে ঘর তায়, গতায়াতে দিন যায়,
যাহা দিবে দেও তাড়াতাড়ি॥
এইরূপে হুলস্থূল, টাকা বড় অপ্রতুল,
বিদায় আদায় হওয়া দায়।
শ্রীদুর্গার অনুগ্রহে, কাহারও না ক্ষোভ রহে,
যেন তেন বিবিধ উপায়॥
প্রতারক মিথ্যাবাদী, চোর জুয়াচোর আদি,

স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে রত।
নগরের অলি গলি, ছলি বলি কুতূহলি,
ফাঁদ পাতিয়াছে কত মত॥
শান্ত বড় ডেস্পিরয়, তথাপিও নাহি ভয়,
হাটখোলাবাসী মাতুলেরা।
শ্রীপাট ঘুসুড়ি ট্যাক, তথায় গড়িয়া ম্যাক,
বাছিয়া তরণী লন সেরা॥
বোয়েটিয়া দলে দলে, ভ্রমিতেছে জলে জলে,
শারদীয় পর্ব্ব লাভ করি।
না যায় অঘোর নেশা, না ছাড়ে পাতক পেশা,
হরে কাল কালবেশ ধরি॥
দূরবাসী জমিদার, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
যাত্রা করে দেশ অভিমুখে।
বোঝায়ে তরণী ভারী, যেন রতিশান্তা নারী,
ধীরে ধীরে গতি অতি সুখে॥
দাঁড়ী সব তুলে ঘাড়, ঝুপ ঝুপ ফেলে দাঁড়,
শব্দ হয় শ্রুতি-মনোহর।
যেন কোন ধনিসুতা, নানা অলঙ্কারযুতা,
চ'লে যেতে হয় মধুস্বর॥
বহে স্রোত একটানা, জুয়ার না যায় জানা,
বাতাসের স্থির নহে গতি।
কখন পূবেতে বয়, কখন দক্ষিণে বয়,
দক্ষিণ নায়ক রতিমতি॥
কেহ নাহি কথা শুনে, কেবল গুণের গুণে,
তরে তরি বিষম সঙ্কটে।
গুণ টানে তীরোপরে, একজন ধ্বজি ধরে,
কোনমতে যায় তটে তটে॥
ভাগীরথী-তীর-শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
নিরখি ভাবেতে পূর্ণ মন।
ক্বচিৎ নিবিড় বন, ক্বচিৎ সুপল্লীগণ,
পুলিনেতে হয় নিরীক্ষণ॥
কোথায় জলের তোড়, ভেঙ্গে পড়ে বৃক্ষঝোড়,

BANGLADARSHAN.COM

সহ দীর্ঘ কাছাড় পাহাড়।
কোথায় সুদীর্ঘ চর, বালুময় কলেবর,
নাহি তার তরু এক ঝাড়॥
শারদীয় পক্ষী নানা, কাছাড়ে প্রসবি ছানা,
চরে করে খাদ্য অন্বেষণ।
নীল পীত রক্ত ছটা, শরীরে সুবর্ণ-ঘটা,
চক্‌মক্ করে অনুক্ষণ॥
নাচিয়া খঞ্জনবরে, মানস রঞ্জন করে,
অঞ্জনাক্ত নাবোঢ়া-নয়ন।
চঞ্চল চলন অতি, যেন বালকের মতি,
স্থির নাহি হয় একক্ষণ॥
রজনী আগত কালে, ভাগীরথী অন্তরালে,
মনোহর শোভার উদয়।
সমুদিত শশধর, রসভরে গর গর,
চকোরের প্রফুল্ল হৃদয়॥
BANGLADARSHAN.COM
প্রবল তরোঙ্গপরে, খর খর নৃত্য করে,
প্রণয়ের প্রমোদ প্রভাস।
ভাবে মন মুগ্ধ হয়, প্লাবিত ধরণীময়,
সুধাকর সুচঞ্চল হাস॥
নানাযন্ত্র সহযোগে, সুতন্ত্র সঙ্গীত ভোগে,
তরণীতে হয় স্বর্গবাস।
ধন্যবাদ ফিরিঙ্গীরে, ইহাতেও বাঙ্গালীরে,
অরসিক ব'লে পরিহাস॥
মজাজ ইংলিস যার, স্বতন্ত্র ব্যাপার তার,
কদাচার বঙ্গ-ব্যবহার।
পরিশুদ্ধ ভাব ধরি, ব্রাণ্ডিজলে স্নান করি,
গোমেধ যজ্ঞের উপহার॥
এই যে বিখ্যাত পর্ব্বে, মত্ত হয়ে গান গর্ব্বে,
বাঙ্গালীরে দেন গালাগালি।
অথচ পূজার বন্ধে, কত বন্ধ অনুসন্ধে,
মাজায় করেন হাড়কালি॥
হরেতে বড় জাঁক, পড়িয়াছে ডাক হাঁক,

যায় ঘরে বসিবে বোধন।
পরিষ্কৃত গৃহ বাট, নিত্য হবে চণ্ডীপাঠ,
নৃত্য গীত বাদ্য আয়োজন॥
কোথায় হইবে নাচ, বেয়ের বিষম কাচ,
বেয়ের কশুর নাই তায়।
পশ্চাতে তবলা বাজে, অবলা সুরাগ ভাঁজে,
সারঙ্গ বাজাকে ভেড়ুযায়॥
অপর গৃহস্থচয়, যাত্রার মহলা লয়,
কেহ রাখে পাঁচালী সঙ্গীত।
দশ দিক্ করি রুদ্ধ, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ,
গান হবে আছে-সুনিশ্চিত॥
এর মধ্যে যিনি কসা, কর্ম্ম তাঁর মাজা ঘসা,
সন্ধ্যারাত্রে হবে চণ্ডীগান।
তার পর শূন্যময়, মশকের গীত হয়,
শৃগাল কুক্কুরে ধরে তান॥
BANGLADARSHAN.COM
এইরূপ নানামত, আমোদ-প্রমোদে রত,
সুখের শরদে সর্ব্বলোক।
দুখী মাত্র সেই জন, শূন্য যার নিকেতন,
দুর্গাভাবে মনে উঠে শোক॥
প্রতিবারে আসে পূজা, এবারেতে দশভূজা,
অবির্ভূতা নন ধনাভাবে।
অস্থির অন্তর অতি, খেদ-জলে মগ্নমতি,
অভাবেতে নানা ভাব ভাবে॥
দেখহ অপূর্ব্ব পর্ব্ব, কিবা উচ্চ নীচ সর্ব্ব,
সকলেই আনন্দে অস্থির।
কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ, ফিরিঙ্গী যবন-রাজ,
সকলের প্রফুল্ল শরীর॥
শান্তশীল সাহেবেরা, বজরায় করি ডেরা,
যাইবেন সমীরসেবনে।
কিন্তু খানালোভী যারা, নগরে থাকিবে তারা,
টাকিতেছে শুদ্ধ নিমন্ত্রণে॥
রাজার বাটীতে ধূম, উঠিবে খানার ধূম,

হোমের ধূমেতে মিশাইয়া।
ত্রিতাপ হইবে শূন্য, শত অশ্বমেধ-পুণ্য,
লাভ হবে গোমেধ করিয়া॥
খুলিয়া খানার পুঁতি, সাম্পিনের বৃতাহুতি,
হিপ হিপ্ হোরে স্বাহার।
পুরোহিত উইলসন, পুরোহিত সেই জন,
ঠুন ঠুন্ বাজে পাত্র সব॥
ধন্য ধন্য কলিকাতা, ধরেছে কলির ছাতা,
ধন্য তব নব ব্যবহার।
হইতেছে কত রঙ্গ, নাহি মাত্র তালভঙ্গ,
বঙ্গদেশ-পদে নমস্কার॥

BANGLADARSHAN.COM

হিমঋতু-বর্ণন

হিম-ঋতু মহীপতি, হিমালয়ে নিবসতি,
সংপ্রতি ছাড়িয়া রাজধানী।
শাসন করিতে রাজ্য, আসিতেছে অনিবার্য্য,
তার সঙ্গে সেনানী হিমানী॥
উত্তরীয় বায়ু তার, অশ্ব অতি চমৎকার,
তাহাতে করিয়া আরোহণ।
ভ্রমিতেছে নানাস্থান, দুর্ব্বল কি বলবান,
ভয়ে কম্পমান প্রাণিগণ॥
ফোটা ফোটা ছড়-চটা, ইত্যাদি সোনার ঘটা,
উড়াইয়া কু-আশার ধ্বজা।
জগতের অনিবার্য্য, শাসিতে আপন রাজ্য,
সাজিলেন শীত মহারাজা॥
সাজিলেন রাজা শীত, ত্রিভুবন সশঙ্কিত,
না জানি কাহার কিবা হয়।
ছুটিল শীতলবায়ু, টুটিল বৃদ্ধের আয়ু,
যুবকের জীবন সংশয়॥
শরদ পাইয়া ত্রাস, মনে মানি মানহ্রাস,
বনবাস করিবারে যায়।
তাহার চক্ষের জল, পড়িতেছে অবিরল,
হিম-বৃষ্টি কে বলে উহায়॥
হইতেছে হিম-বৃষ্টি, এ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি,
মহারিষ্টি নাশে দৃষ্টিপথ।
শিশিরে শরীর কর, আচ্ছাদিত নিরন্তর,
মৃতবৎ চকোর জীবৎ॥
তেজস্বীর যত গর্ব্ব, সকলি করিল খর্ব্ব,
শীতঋতু এমনি দুর্জ্জয়।
খরতর ভানুমান, শীতভয়ে কম্পমান,
অগ্নিকোণে নিলেন আশ্রয়॥
দিন দিন দীন দিন, যেমন অত্যন্ত দীন,

BANGLADARSHAN.COM

দেখি দিনপতির দীনতা।
নিশা নহে নিশাচরী, গ্রাস করে দিনে ধরি,
মনে করি তার প্রবীণতা॥
এমত শীতের ভয়, পরাভূত ধনঞ্জয়,
তাঁহারে না মানে কোন জন।
সর্ব্বদা দুঃখীর ঘরে, লুকায়ে থাকেন ডরে,
জীর্ণ বস্ত্র মাত্র আচ্ছাদন॥
কিন্তু তাঁর শুভাদৃষ্ট, এইমাত্র হয় দৃষ্ট,
যুবতী রমণী যত জন।
সুখে দুখে হেঁট মুখে, অগ্নিশিখা রেখে বুকে,
সর্ব্বাঙ্গ করিছে আলিঙ্গন॥
দেখিয়া বন্ধুর গ্লানি, কুমুদিনী অভিমানী,
অভিমানে লুকাইল নীরে।
ঘুচিল মধুর আশ, ভ্রমরের সর্ব্বনাশ,
অশ্রুনীরে ভাসে মাত্র তীরে॥
BANGLADARSHAN.COM
দলহীন তরুবর, অকমল সরোবর,
সুবিকল কলহংসকুল।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিস্মরণ,
হইয়া সতত সমাকুল॥
বিষম হিমের ভয়ে, কোকিল ব্যাকুল হয়ে,
দুখে ডাকে গোপনে কাননে।
শীতে করে উহু উহু, লোকে বলে কুহু কুহু,
এ কুহক বুঝিবে কি আনে॥
বিরহিণী নারী যত, দুই দিকে উপহত,
একে ত প্রবলতর শীত।
দ্বিতীয় বিরহ-জ্বর, ক্লান্ত হয়ে নিরন্তর,
কলেবর সতত কম্পিত॥
হৃদয়ে বিরহাগুন, দগ্ধ করে পুনঃ পুনঃ,
বাহিরে শীতের পরাক্রম।
দুই দিকে দুই জ্বালা, কেমনে সহিবে বালা,
নিজ ভ্রমে হরে নিজ ভ্রম॥
অপরূপ এ কি আর, সকলেরি জ্ঞাতসার,

আগুনে শীতের হয় নাশ।
এ শীতে বিরহাগুন, পুষ্ট করে চতুর্গুণ,
কিবা গুণ হিমের প্রকাশ॥
অন্তর বিরহানলে, নিরন্তর ঘন জ্বলে,
বাহিরে শীতের মহা রণ।
কোনমতে সুস্থ নয়, জ্বালাতন অতিশয়,
বিরহীর জীবনে মরণ॥
সংযোগী প্রণয়ী যারা, উল্লাসে উন্মত্ত তারা,
পরস্পর প্রফুল্ল হৃদয়।
প্রেমানন্দ রাত্রি-দিবা, শীতে তার করে কিবা,
বারো মাস বসন্ত উদয়॥
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
রতিকান্ত হারাইল দিশা।
শীত তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তালভঙ্গ,
অনঙ্গ-প্রসঙ্গে সাঙ্গ নিশা॥
BANGLADARSHAN.COM
তথা শীত সশঙ্কিত, যথা দোঁহে অশঙ্কিত,
এক অঙ্গ যুবক যুবতী।
একেলা অভাগা যারা, তাহারা জীয়ন্তে মরা,
শীতে সারা হইল সংপ্রতি॥
বিধবা বিরহী যেই, সুখে দুখে সম সেই,
অন্ধের যেমন জাগরণ।
মনেতে হইয়া ধৈর্য্যা, সমুদ্রে করেছে শয্যা,
শিশিরে কি করে জ্বালাতন॥
এক ঘরে বুড়া বুড়ী, শুয়ে থাকে গুড়িগুড়ি,
কলেবর থর থর কাঁপে।
দাঁতে দাঁতে এক হয়ে, আহা উহু রয়ে রয়ে,
বুড়ার ঘাড়েতে বুড়ী চাপে॥
বিদেশী পুরুষ যত, খেদ করে অবিরত,
পোড়া শীতে প'ড়ে থাকি দুখে।
ভামিনী কামিনীচয়, স্বামিনী যদ্যপি হয়,
তবে তো যামিনী যায় সুখে॥
হিম-ঋতু-আগমনে, সবে আনন্দিত মনে,

করিছে বিবিধ উপভোগ।
রাজায় সাধিল বাদ, সাধে এ কি বিসংবাদ,
নলিনীর নব মৃত্যুযোগ॥
হিমে হয় স্নিগ্ধ সবে, দেখা যায় অনুভবে,
হেন রীতি হ'ল বিপরীত।
হিমে দেহ দাহ হয়, কেবা করে এ নিশ্চয়,
অবিহিত হইল বিহিত॥
জ্ঞান হয় আছে মর্ম্ম, পদ্মিনীর কি অধর্ম্ম,
নতুবা এরূপ কেন হয়।
কিংবা এ স্বভাব তার, ব্যভিচার প্রতীকার,
তাপে সুখ হিমে দুঃখোদয়॥
অথবা কোমল যেই, কোমলে মরিবে সেই,
বিধাতার এরূপ ঘটন।
কঠিনে কঠিনে মরে, এইরূপ চরাচরে,
পদ্মিনী তাহাতে নিদর্শন॥
BANGLADARSHAN.COM
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
ভাল মন্দ কে করিবে আর।
বিষ অমৃতের প্রার, অমৃত বিষের ন্যায়,
কদাচিৎ ঘটে এ প্রকার॥
এরূপ সকলে কয়, ফলতঃ প্রকৃত নয়,
কহি শুন প্রকৃতার্থ যাহা।
পদ্মিনী হিমেতে নষ্ট, হয়ে পায় বহু কষ্ট,
কি কারণে বুঝ সবে তাহা॥
পদ্মিনী যখন কলি, তখন কোথায় অলি,
উভয়ে সম্বন্ধ নাহি থাকে।
সূর্য্য হতে যাই ফুটে, অমনি ভ্রমর ছুটে,
অনায়াসে মধু দেয় তাকে॥
যে করিল কর্ম্মযোগ্যা, না হইল তার ভোগ্যা,
উদাসীন অলি মধু খায়।
দে'খে এই গুরু দোষ, বিধাতার হ'ল রোষ,
হিম হেতু দেহ দহে তায়॥
বিশেষতঃ স্বামী যিনি, হিমের অন্তক তিনি,

নিজ করে হিম করে ক্ষয়।
ক’রে তার অনাদর, ক্লান্ত হ’লে মধুকর,
এ পাপা কি ছাপা কোথা রয়॥
বনে দাবানল-ভয়, মনে করি এ নিশ্চয়,
জলেতে পদ্মিনী করে বাস।
তথা হিমে দহে অঙ্গ, কৃতঘ্নের এই রঙ্গ,
অকস্মাৎ অমনি বিনাশ॥
দুরন্ত হেমন্ত করে রাজ্য অধিকার।
রহিত করিল রাজ্য শরদ রাজার॥
গাইয়ে রাজার জয় সঙ্গিগণ যত।
গদগদ ভাবভরে সকলে আগত॥
তিলেক বিলম্বে তুলি কু-আশার ধ্বজা।
বাজাইল শিশিরেতে জয়-ডঙ্কা বাজা॥
বুড়ার গুমান গুঁড়া হ’ল অতঃপর।
রবির উত্তাপে করে তপ্ত কলেবর॥
BANGLADARSHAN.COM
কুলটা বদরী কুল দেখে ফুলে ফলে।
সরমেতে সেফালিকা পড়িছে ভূতলে॥
লক্ষ্য করিবারে ধরা ধান্যবৃক্ষ যত।
হরিষে স্বভাববশে হইতেছে নত॥
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে আরোহণ করি।
করিছে ভ্রমণ ভূপ দিবস-শর্ব্বরী॥
অধরে সম্বরে নরে রাজার শাসনে।
পরমাদ গণিতেছে অতি দীন জনে॥
রজনী ধরিল অতি দীর্ঘ কলেবর।
সময়ের গুণে শোভা শূন্য শশধর॥
কমলিনী বিষাদিনী দেখে ম্লান মুখ।
কুমদিনী সুবদনী মনে বড় সুখ॥
ইহা হেরে মত্ত অলি স্বভাবের বশে।
সুখেতে মূলার ফুলে উড়ে গিয়া বসে॥
খিদ্যমান দিনমান প্রতি দিন দিন।
হইতে লাগিল ছোট যেন কত দীন॥
উড়িতেছে অঙ্গে খড়ি হ’ল এ কি দায়।

নমস্কার করি আমি হেমন্তের পায়॥

সর্ব্ব-ঋতুমধ্যে হিম ঋতুরাজ জ্যেষ্ঠ।
নিজ গুণ-গৌরবেও গুরুতর শ্রেষ্ঠ॥
চিরকাল স্থির কাল এই শীতকাল।
নিজ কার্য্য করে ধার্য্য হিম রাজ্যপাল॥
স্বকার্য্যসাধন পরে যান হিমালয়।
তাহাতে করিয়া কেল্লা করেন আলয়॥
আবার আসেন পুন পাইয়া সময়।
সকল প্রাণীর দেহ করেন আশ্রয়॥
অন্য ঋতু অপেক্ষায় ইঁহার শাসনে।
কত রস আছে জানে সুরসিক জনে॥
মার্গশীর্ষে প্রথম দিবসে ঋতুরাজ।
আসেন সন্ধ্যার কালে করিয়া সুসাজ॥
যেমন যেমন ঘটে তাহার তেমনি।
সঙ্গে রঙ্গে প্রিয়রাণী কাঁপুনী রমণী॥
উত্তর-পবন-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
যত সব প্রাণীগণে করিতে শাসন॥
পূর্ব্বপূজ্য বস্তু ত্যজ্য সকলে করিবে।
ত্যজ্য বস্তু পূজ্যরূপে সকলে লইবে॥
ঋতুরাজ মনে করি এই অভিপ্রায়।
আইলেন নিজ বল জানাতে সবায়॥
রাজার উচিত বটে নূতন পদ্ধতি।
সাক্ষী তার "লেক্সলোসী" এ দেশে সম্প্রতি॥
পূর্ব্বে হ'ত সুখ পেলে সুশীতল জল।
এখন দেখায় যেন সর্পের গরল॥
যার রোধে প্রাণ রোধ পাইলে জীবন।
হেন হিতকর পূর্ব্বে ছিলেন পবন॥
এখন সে বায়ু যদি বহে যথা তথা।
লাগে গাত্রে যেন কুটুম্বের কটু কথা॥
সুখ দিত শোয়া মাত্র যে শীতল পাটি।
এখন তাহার নামে ছাই পেড়ে কাটি॥

BANGLADARSHAN.COM

তখন গোলাপজল ঘুচাতো বিলাপ।
এখন গোলাপজল দেখিলে প্রলাপ॥
এইরূপ কত কব যথা যা শীতল।
সেই সেই বস্তু ত্যজ্য হইল সকল॥
পূর্ব্বে যারা ত্যজ্য ছিল পূজ্য হ'ল সবে।
শীতের প্রভাব কত বুঝ অনুভবে॥
শাল ছিল পূর্ব্বেতে সাক্ষাৎ যেন শাল।
এখন সে শাল যেন বিশাল রসাল॥
পূর্ব্বে বনাতের সহ ছিল যে বনাৎ।
এখন বনাৎ বিনা না ঘটে বনাৎ॥
কেবা না করিত চাদরেতে অনাদর।
এখন সবাই করে চাদরে আদর॥
লেপের সহিত সবে থাকিত নির্লেপ।
এখন সে লেপ হ'ল অঙ্গের প্রলেপ॥
তোষোক দেখিবামাত্র মনে হ'ত শোক।
এখন ত শোক নাই তোষোক তোষোক॥
আমাদের দীনকর ছিল দীনকর।
দিনকর সুখকর হয়ে ক্ষীণকর॥
দেখিয়া দহন দূরে যেতেম তখন।
এখন দহন অতি সুখের ভবন॥
হিম-ঋতুরাজের দেখহ কি শাসন।
জর জর থর থর কাঁপে ত্রিভুবন॥
উহু উহু হিহি হিহি গুটুলি সুটুলি।
নিশিতে শয্যায় সবে বেণের পুঁটুলি॥
হাতে হাতে দাঁতে দাঁত হয়ে গুড়ি সুড়ি।
বুড়ার উপরে গিয়া চেপে পড়ে বুড়ী॥
বিশেষতঃ বৃদ্ধের ভাঙ্গিয়া দেয় ঘাড়।
বাপ বাপ কি বিষম জাড় বড় রাড়॥
রাজা প্রজার সবার সমান শীত-ভয়।
সংযোগীর কিছু ভাল বিয়োগীর নয়॥

নলিনীর নববধূ পানে মধুকর।

BANGLADARSHAN.COM

মত্তচিত্ত হয়ে চলে যথা সরোবর॥
পথে নানা পুষ্প সব রয়েছে ফুটিয়া।
নয়নে না দেখে তাহা চলিলি ছুটিয়া॥
পদ্মিনীর সুসৌরভ স্বাদু বড় মধু।
একাকী করিব পান আমি তার বঁধূ॥
সে আমার আমি তার প্রেমে কেনা দাস।
সে ধনী বিহনে মম সকল উদাস॥
মাঝে মাঝে তার সহ যে হয় বিচ্ছেদ।
সে কেবল মম দোষ তার নাই ভেদ॥
যা হবার হইয়াছে আর হবে নাই।
মনে হয় তার প্রেমে সতত বিকাই॥
আহা মরি কিবা প্রেম বলিহারি যাই।
কি দিয়া শুধিব ধার বস্তু দেখি নাই॥
এবার যাব না কোথা হইলে মিলন।
মিশামিশি হইয়া থাকিব দুই জন॥
BANGLADARSHAN.COM
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মধুকর।
সরোবর সমীপেতে আইল সত্বর॥
দেখিল পদ্মিনীপ্রিয়া নাহিক তথায়।
শূন্য সরোবর-মাঝ কিছু নাই তায়॥
প্রাণপণে চারিদিকে করিছে ভ্রমণ।
কোথায় কিঞ্চিৎ নাহি পায় অন্বেষণ॥
না পাইয়া পদ্মিনীর কিছু সমাচার।
মনে মনে অলিরাজ করিছে বিচার॥
এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমন কখন নাহি হয় বজ্রাঘাত॥
এমন সাধেতে বাদ কে আসি সাধিল।
প্রাণপ্রিয়া পদ্মিনীরে-হরিয়া লইল॥
হায় কি আসিয়া করী করিয়াছে গ্রাস।
অথবা মানুষে নিয়া গেল নিজ বাস॥
কিংবা প্রেম-পরিচয় করিতে আমার।
জলে ডুবাইল বুঝি দেহ আপনার॥
যাহা ভাবিলাম এ সকল কিছু নয়।

তা হইলে দলবল থাকিত নিশ্চয়॥
কিছু দেখা যায় নাই এ কেমন ভাব।
এরূপ সুভাবে কেবা করিল অভাব॥
জ্ঞান হয় বুঝি এই হিমঋতুরাজ।
মম সর্ব্বনাশ হেতু হানিলেন বাজ॥
তপনের তাপেতে প্রফুল্ল মুখ যার।
কৃতান্ত হেমন্ত অন্ত করিল তাহার॥
অন্যাবধি আর না করিব মধু পান।
অনশন ব্রত করি ত্যজিব এ প্রাণ॥
এতেক বিলাপ করি সেই মধুকর।
স্থানান্তরে গেল ছাড়ি দিব্য সরোবর॥
অতিশয় হয়ে শ্রান্ত ভ্রমিয়া তখন।
হন গিয়া চিত্রপদ্ম-উপরে পতন॥
দেখি তার সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য-বিহীন।
দিন দিন অলিরাজ হন অতি দীন॥
BANGLADARSHAN.COM
এইরূপ হিমঋতু রাজ-ব্যবহার।
নলিনী ভ্রমরে হয় বিচ্ছেদ অপার॥
অলির দুর্গতি দেখি হাসিছে তপন।
পর-বঞ্চনার এই ফল বিলক্ষণ॥

শীত

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক ক'রে কেটে লয় বাপ্।
কালের স্বভাবদোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোঁস,
জল নয় এ যে কাল সাপ॥
ভূজঙ্গেরে কিসে ভয়, মন্ত্রে তার বিষ ক্ষয়,
যত ভয় যেতে হয় জলে।
যুবতীর স্তনদ্বয়, তাহে কত লোভ হয়,
যত লোভ জ্বলন্ত অনলে॥
অপুত্রের পুত্রসাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
যত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত সমীরণে॥
বলবান বড় বড়, সবে হয় জড়সড়,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে।
গায়ে কাঁটা জরজর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে॥
নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান।
বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ হিম,
স্পর্শ মাত্র হরে তার জ্ঞান॥
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে মাঠে শত শত,
মুহুনী গাঞ্জায় দম দিয়া।
ছাই ভস্মে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে,
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া॥
যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিণী।
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত,
তাহারে জীবন্মুক্ত গণি॥
ধনীর শরীরে শাল, গরীবের পক্ষে শাল,

BANGLADARSHAN.COM

কম্বল সম্বল করি রয়।
বেণের পুঁটুলি হয়ে, শুয়ে থাকে শীত সয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয়॥
চিরজীবী ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
শয়নের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা,
জড়ে তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে॥
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
ফাটায় সবার পদ হাত॥
সারিতে গায়ের ফাটা, মহার্ঘ্য আমের আটা,
ফাটাফাটি করিলেক ভাই।
বিষ্ণুতেল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই॥
থাকিতে দুঘড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা,
বেলাবেলি খায় গিয়া ভাত।
লেপে করে মুখ রুজু, পাছে ধরে শীত জুজু,
উঠে নাক না হ'লে প্রভাত॥
বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকশিতে,
রাত্রি দিন আহারের খোঁজ।
বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়,
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ॥
খেতে আলবোলা, মহাঘোর বোলবোলা,
তার ঢাকা ক্যাম্বিসের গুণে।
ভায়া মানডোরে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে॥
চারদিকে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ,
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ।
সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন ঠুন বাদ্য রব,
তাতে কি হিমের হয় যোগ॥
আমা হেন ভাগ্য পোড়া, দুঃখ লাগা আগাগোড়া,

BANGLADARSHAN.COM

শীতে মরি দেহ নহে বশ।
ঢন্ ঢন্ হাত খাঁক্তি, ভরসা মুড়ির চাক্তি,
পানমাত্র খেজুরের রস॥
অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
সাল বিনা মান নাহি রহে।
ঘুচল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোট,
মনের আগুনে শুধু দহে॥
উড়ানী চাদর যত, এখন আদর-হত,
আগে যাহে অভিমান রোত।
শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ,
জানিলাম কে বাবু কে ফোতো॥
ইয়ারেরা গদগদ, কেহ গাঁজা কেহ মদ,
কেহ বা চরসে দিয়া টান।
কাছে রেখে অবলার, দিয়ে চাটি তবলায়,
মনের আনন্দে ছাড়ে গান॥
BANGLADARSHAN.COM
কেবা বুঝে সুর বোল, কেবল ভেড়ার গোল,
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি।
অপরূপ গলা সাধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা,
ধোবা ছোটে হাতে লয়ে দড়ি॥
সাহেবে রাখিয়া বাজি, লয়ে তাজি তাজি বাজি,
দমবাজি কারসাজি কত।
সোয়ার হাঁকায় চোটে, যোড়া পায় ঘোড়া ছোটে,
বাজীবলে বাজি বল হত॥

বসন্ত কর্ত্তৃক শীতের পরাভব এবং বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্যলাভ

শরৎ ছিলেন রাজা এই পৃথ্বীদেশে।
ভাঙ্গিল তাঁহার ভাগ্য কার্ত্তিকের শেষে॥
কাঁপুনী হিমানী দুই মহিষী সহিত।
উপনীত মহাবীর মহীপাল শীত॥
প্রকাশ করিয়া নাম হিমঋতু নামে।
করিলেন রাজধানী হিমালয়ধামে॥
ফাটাফোটা সেনাপতি বল ধরে কত।
আহা উহু হি হি হু হু সেনা শত শত॥
বাজায় বিজয়-কাড়া উত্তরের বায়ু।
বৃদ্ধ আর বিরহীর নাশ করে আয়ু॥
নিশির বিষম দুঃখ পতির বিলাপে।
ঋষির ভাঙ্গিল ধ্যান শিশির প্রতাপে॥
কু-আশার ধ্বজা উড়ে সন্ধ্যা আর প্রাতে।
বিশেষ কে বুঝে কত কু-আশায় তাতে॥
নলিনী মলিনী নামে বন্ধু বল-হত।
প্রেমানন্দে প্রস্ফুটিত গাঁদাফুল যত॥
শশী সূর্য্য তেজোহীন রাজার প্রতাপে।
আকাশে কেবল ভয়ে থর থর কাঁপে॥
শাসন করিল খুব চারিদিক্ রুকে।
কার সাধ্য বাপ বাপ জল দেয় মুখে॥
জলের হয়েছে দাঁত হাত দেওয়া দায়।
স্নান পান দুই রুদ্ধ খড়ি উড়ে গায়॥
দিন দিন দীন দিন প্রাণ তার হয়ে।
বিয়োগী বিনাশ হেতু নিশা বৃদ্ধি করে॥
দীনের দারুণ দায় দুঃখ যায় কিসে।

BANGLADARSHAN.COM

দিন যায় নিশা তায় নাহি কোন নিশে॥
এ সময়ে নানারূপ খাদ্য-সুখ বটে।
কালগুণে কিন্তু তাহে বিপরীত বটে॥
শীত-ভয়ে ঝোল ঝাল নাহি লয় চেয়ে।
বাঁচে শুদ্ধ ফাঁকাফুকো সুকো রুকো খেয়ে॥
আঁচাবার ভয়ে কেহ হাত নাহি খুলে।
ইচ্ছা মনে যদি কেহ মুখে দেয় তুলে॥
প্রচার হইল খুব শীতের বিক্রম।
করিয়া আসন জারি শাসন বিষম॥
সর্ব্বদা শরীরে দুঃখ সুখ কিসে হবে।
বড় বড় বীর যত জড়সড় সবে॥
এইরূপে দুই মাস লয়ে সেনাজাল।
করিলেন রাজকার্য্য শীত মহীপাল॥
বসন্ত শুনিল সব হিমের ব্যাভার।
সুখের ধরণী-রাজ্য করে ছারখার॥
BANGLADARSHAN.COM
প্রজামধ্যে কোন মতে সুখি নহে কেহ।
শীত-ভয়ে থর থর জরজর দেহ॥
ঘুচাইতে পৃথিবীর দুঃখ সমুদয়।
মনেতে হইল তাঁর ক্রোধ অতিশয়॥
দেখিব কেমন সেই দুষ্ট দুরাচার।
এখনি হরিয়া লব সব অধিকার॥
মলয় পর্ব্বতে ব'সে গোঁপে দিয়া পাক।
দক্ষিণে বাতাস বলি ছাড়িলেন হাঁক॥
আইল দক্ষিণে বায়ু শব্দ ফুর্ ফুর্।
আকালে ডাকিলে কেন রাজা বাহাদুর॥
রাজা কন সাজ সাজ বীর সেনাপতি।
অবনীমণ্ডলে চল যাই শীঘ্রগতি॥
কোন প্রজা সুখী নহে শীতের শাসনে।
লইব তাহার রাজ্য অভিলাষ মনে॥
কামের কামান তায় লোভ গোলা রেখে।
গোটা দুই কোকিলেরে শীঘ্র লও ডেকে॥
স্বকীয় সৈন্যের সহ বসন্ত ভূপাল।

আইলেন অবনীতে বিক্রম বিশাল॥
সিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে ঋতুপতি শীত।
রাণী সঙ্গে রসরঙ্গে ছিল হরষিত॥
সবিশেষ নাহি জানে কোন সমাচার।
পাত্র মিত্র সেনাগণ সেরূপ প্রকার॥
হঠাৎ বসন্ত আসি হইয়া প্রকাশ।
একেবারে সমুদয় করিল বিনাশ॥
না রহিল কোন চিহ্ন সব গেল উঠে।
উত্তরে-বাতাস ভয়ে পলাইল ছুটে॥
কোথায় রহিল হিম দেখা নাই আর।
বসন্ত-প্রভাবে মার করে মার মার॥
মলয়-পবন দিলে অতিশয় হেঁকে।
সিংহাসনে ঋতুরাজ বসিলেন জেঁকে॥
বিরহি-শাসন হেতু লয়ে খাঁড়া ঢাল।
কুহু রবে ডাক ছাড়ে কোকিল কোটাল॥
BANGLADARSHAN.COM
রতিপতি সেনাপতি অতি বলবান।
নামমাত্র মাঘ মাস ঘোর শীতকাল॥
বড় বড় শাল হ'ল বড় বড় সাল।
সকলের মহানন্দ বসন্তের বলে॥
অধিকন্তু হাফ দুঃখী ইয়ারের দলে।
উড়ানী উড়ায়ে গায় দমে দম ছাড়ি॥
তুড়ি মেরে যায় সবে ইয়ারের বাড়ী।
শীতঋতু মহাশয় রাজ্যহীন হয়ে॥
মনে মনে ভাবে ব'সে অভিমান লয়ে।
কি করিব কোথা যাই বাক্য নাহি ফুটে॥
অত্যাচারে দুরাচার রাজ্য নিল লুটে।
ঘোর দায় সদুপায় নাহি পায় বীর॥
অনেক ভাবিয়া শেষে যুক্তি করে স্থির।
প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজ ধর্ম্মশীল অতি॥
অবশ্য করিবে কৃপা আমাদের প্রতি।
এ বিপদে রক্ষাকর্ত্তা আর কেবা আছে॥
এই ভেবে উপনীত বরষার কাছে।

কাঁপুনী হিমানী দুই প্রিয়তমা নিয়া॥
দুঃখের কাহিনী সব কহিলেন গিয়া।
বরষা আহ্বান করি আলিঙ্গন দিয়া॥
রাণী সহ বসিলেন সিংহাসনে নিয়া।
ব'স ব'স স্থির হও শান্ত কর মন॥
দেখিব কেমন সেই দাম্ভিক দুর্জ্জন।
একেবারে বসন্তেরে প্রাণে করে বধ॥
তোমারে করিব দান পৃথিবীর পদ।
যখন তোমার রাজ্য করেছে হয়ণ॥
তখন জানিবে তার নিশ্চয় মরণ।
জলদেরে ডাক দিয়া করেন আদেশ॥
ধরণীমণ্ডলে তুমি করহ প্রবেশ।
অধার্ম্মিক বসন্তেরে করিয়া নিধন॥
শীতরাজে দেহ গিয়া নিজ সিংহাসন।
জলদ জলদ সেজে অগ্রসর হয়ে॥
যুদ্ধ হেতু চলিলেন হিমরাজে লয়ে।
কামান কামান নয় বজ্র তোপ ছাড়ে॥
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলী অন্ধকার বাড়ে।
কাপ্তান পূবের বায়ু দিয়া খুব ফের॥
চারিদিক্ ঘুরে করে ফায়ের ফায়ের।

বসন্ত পড়িল দায়ে সব হ'ল ভূট।
বহিছে উত্তর-পুব অতি ধীরে ধীরে॥
দক্ষিণে-বাতাস গেল একেবারে ফিরে।
যে কোকিল ডেকেছিল কুহু কুহু স্বরে॥
এখন সে শীতভয়ে উহু উহু করে।
ভাগিল বিপক্ষদল উঠিলেন নেচে॥
রাজপাটে রাজা হিম বসিলেন কেঁচে।
শীতের সেরূপ জয় বসন্তের দলে॥
শাসুজা যেমন জয়ী ইংরাজের বলে।

BANGLADARSHAN.COM

বসন্ত-বর্ণন

হেমন্ত হইল অন্ত বসন্ত উদয়।
জগতের প্রাণীদের আর নাই ভয়॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল কুহরে।
শ্রবণে শ্রবণে বিয়োগীর প্রাণ হরে॥
তরুলতা মুঞ্জরে গুঞ্জরে অলিকুল।
সে রবে কি রবে প্রাণ বিরহে ব্যাকুল॥
ধরিল অপূর্ব্ব ভাব ধরণী সংপ্রতী।
হরিল সে পূর্ব্বভাব হরষিত মতি॥
করিল স্বভাব কিবা অপরূপ ক্রিয়া।
তরিল যুবকগণ তরুণীরে নিয়া॥
সরিল দারুণ শীত বসন্তের ডরে।
মরিল বিরহিগণ অনঙ্গের শরে॥
ধরাতলে রাজধানী পাতিলা বসন্ত।
সঙ্গে সেনা সমূহ বিষম বলবন্ত॥
কুহুরবে নকিব কোকিল ফুকরায়।
মলয়-পবন চারু চামর ঢুলায়॥
সহচর সেনাপতি দুরন্ত মদন।
সিংহাসন মানুষের হৃদয়-সদন॥
ভ্রমর প্রভৃতি সঙ্গে পারিষদ যত।
ভূপতির প্রিয়কার্য্যে অবিরত রত॥
ছত্রছলে গগনে শশাঙ্ক শোভা করে।
ধরাতল সুশীতল হয় যার করে॥
মনোহর সরোবর শোভা কত তার।
ঢল ঢল করে জল জলদ আকার॥
সুমন্দ অনিলে উঠে তরঙ্গ তরল।
হরষিত করে কেলি বরটা-মণ্ডল॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী সব হৃদয়রঞ্জন॥
কুমুদ কমল ফুল ফুটিল বিস্তর।

BANGLADARSHAN.COM

মধুর মধুর আশে ছুটিল ভ্রমর॥
নিশিতে কুমুদ সনে সুখে করে খেলা।
দিবসে নলিনী সনে পুন হয় মেলা॥
ধন্য ধন্য মধুকর ভেলা ভাই ভেলা।
দিবানিশি যন্ত্র বাজে কাজে নাই হেলা॥
মধুকর সুখে তুমি মধু কর পান।
গুণ গুণ রবছলে প্রিয়া-গুণ গান॥
গুণের নাহিক সীমা রূপে দিক্ আলো।
নলিনীর পতি অলি ভাগ্য বটে ভালো॥
হায় হায় অবিচার বিধির কেমন।
শ্বেতবরণী বালার পতিটি এমন॥
রূপে গুণে ত্রিভুবনে এমন কি মেলে।
অনুভবে বুঝি তুমি কুলীনের ছেলে॥
কুল-সমন্বিত হেতু কুলীন বিশেষ।
কুকারের বিনিময়ে হকার প্রবেশ॥
BANGLADARSHAN.COM
তোমার নিকটে নাহি স্থান পায় ফুলে।
এ হেতু তোমার অধিকার সব ফুলে॥
বিষ্ণুঠাকুরের সম অঙ্গ-প্রভা বটে।
কোথায় সন্তান নিজে কামদেব হটে॥
ফলতঃ কামের তুমি রক্ষা কর মান।
ফুলধনু পঞ্চশর তাহার প্রমাণ॥
কোকিল বিকল করে এই কাল পেয়ে।
সদা সুখে হরে কাল নৃপগুণ গেয়ে॥
ডালে বসি মুহুর্মুহু ডাকে কুহু কুহু।
শুনি বিরহিনী বালা করে উহু উহু॥
অন্ন দিয়া পালন করিল যারে কাকে।
হেন জন জ্বালাতন না করিবে কাকে॥
বলে সই কত সই কোকিলের গালি।
যন্ত্রণায় প্রাণ যায় হাড় হল কালি॥
এবার মরিয়া আমি হইব নিষাদ।
কোকিলে নিপাত করি ঘুচাব বিষাদ॥
রাহু হয়ে খাব শশী সুধার সদন।

হর-নেত্র-রূপ ধরি পোড়াব মদন॥
অনঙ্গ হইয়া যাব নাথের নিকটে।
উদ্ধার না করে সেই বিরহ সঙ্কটে॥
চন্দন কমলদল মলয়-সমীর।
সকলে মেলিয়া দহে আমার শরীর॥
অনুকূল ছিল যারা তারা প্রতিকূল।
অকূলে পড়েছি মূলে নাহি পাই কূল॥
ধিক্ রে মদন তুই বড় দুরাচার।
পৃথিবীতে তোর মত পাপী নাহি আর॥
আমি মরি তাহে কিছু খেদ নাহি হয়।
আপনি করহ দগ্ধ আপন আলয়॥
নিদারুণ স্বভাব জানিয়া বিধি তোর।
সেই হেতু না দিলেন কোদণ্ড কঠোর॥
ফুলধনু ধর তুমি ফুলধনু শর।
তাহাতেই স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কর॥
BANGLADARSHAN.COM
দেবতা দানব যক্ষ মানব প্রভৃতি।
তোমার নিকটে নাই কাহার নিষ্কৃতি॥
পতিব্রতা সতী রতি তব অর্দ্ধদেহ।
রতির সমান তাই সুখী নহে কেহ॥
তোমার চরিত্র ভাল জগতে প্রচার।
পরিহার চরণ-যুগলে নমস্কার॥
সহজে অবলা তাহে বিরহিণী পুন।
আমাদের বধিয়া নাহিক কিছু গুণ॥
এই হেতু মীনকেতু শুন তাই বলি।
অবলা করিয়া বধ কেবা হয় বলী॥
সুধাংশু পরেছে গলে কলঙ্কের হার।
আমি ম'লে কলঙ্কেতে কি ভয় তাহার॥
জগতে কলঙ্কী ব'লে যারে জানে সবে।
নারী-বধে তাহার কলঙ্ক কিবা হবে॥
একে ত নীরস কাষ্ঠ না হয় সরল।
ভূজঙ্গের সঙ্গে বাস অঙ্গেতে গরল॥
তাহাতে আবার মরি মলয়নন্দন।

কেবা দোষ দিবে দেহ দহিলে চন্দন॥
দারুণ স্বভাব ক্রুর পঞ্চশর স্মর।
হর-কোপানল-তাপে দগ্ধ কলেবর॥
নারী-বধ তাহার বিচিত্র কিছু নয়।
বাঘের কি মনে হয় গোবধের ভয়॥
জগতে প্রসিদ্ধ জগৎপ্রাণ সমীরণ।
জগতে জীবের যাহে জীবন ধারণ॥
জগৎপ্রাণ হয়ে প্রাণ বধ অবলার।
জগতে হইবে তব কলঙ্ক প্রচার॥
আকুল করিল বন ফুলের সৌরভ।
নাহি রহে কামিনীর কুলের গৌরব॥
জর জর করে হানি বিরহীকে শর।
এই হেতু নাম তার হয়েছে কেশর॥
কামিনীর প্রাণ-বায়ু খায় ফুল নাগ।
এ কারণে লোকমাঝে নাম তার নাগ॥
BANGLADARSHAN.COM
দরশনে পরশনে পরাণ ব্যাকুল।
কুলনাশ ক'রে বলে বিখ্যাত বকুল॥
শোকানল প্রবল যাহারে দেখে হয়।
অশোক তাহার নাম লোকে কেন কয়॥
সে উতি গোলাপ গাঁদা গন্ধরাজ কুন্দ।
জাঁতি যুথি মল্লিকা মালতী মুচকুন্দ॥
সুরূটি কুরূটি আচু চামেলি চম্পক।
টগর মাধবীলতা স্থলপদ্ম বক॥
ইত্যাদি বিস্তর ফুল কহিতে বিস্তর।
সকলেই ফুল্ল হল পেয়ে রবিকর॥
বসন্তে বসন নব স্বভাব পরিল।
নবরূপ নবভাব ধরণী ধরিল॥
নবতরু নবশাখা নব ফুল-দল।
নবরস কৌতুকে সকল কুতূহল॥
বন উপবন শোভা দেখি মন হরে।
মনোরঙ্গে সুরঙ্গ বিহঙ্গ কেলি করে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে থাকে দলে দলে যত।

ক্ষেত্রে পড়ি শস্য হয়ে দস্যুগণ মত॥
উদর পুড়িয়ে সুখে করিছে আহার।
হৃদয়ে নাহিক ক্ষোভ ভয়ের সঞ্চার॥
ধান্য ব্রীহি যব মুগ ছোলা অড়হর।
মুসূরি মটরশুঁটি সরিষা মটর॥
কানন-আনন শোভে ফুলে আর ফলে।
রঙ্গেতে বিহার করে কুরঙ্গের দলে॥
নির্ঝর-সম্ভব নীর নবীন পল্লব।
বিমল কোমল তৃণ হৃদয়-বল্লব॥
ইহা ভিন্ন নাহি অন্য অন্তরে বাসনা।
ধনীদের দ্বারে নাহি করে উপাসনা॥
প্রকট বিকট মুখ লোহিত লোচন।
না দেখে না শুনে কভু কপট বচন॥
কাবু নাহি হয় গিয়া বাবুদের কাছে।
উমেদার নহে ব'লে এত সুখে আছে॥
স্বভাবের প্রভাবে সন্তোষ সদা মনে।
যুথে যুথে মৃগগণ ভ্রমিতেছে বনে॥
এবার মরিয়া আমি হইব হরিণ।
স্বভাবে করিব শোধ স্বভাবের ঋণ॥
খাব ফল তৃণ জল কাজ নাই টাকা।
যাব নাক কাছে তার দ্বারে যার বাঁকা ॥
বোয়ে না মরিব আর যে-আজ্ঞায় ঝুলি।
কল উঁচু নীচু আদি বিপরীত বুলি॥
শাখামৃগ সব সুখে শাখা ধরি দোলে।
সঙ্গেতে শাবক শিশু শোভা করে কোলে॥
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প ফিরিছে কাননে।
লঙ্কা পার হয়ে যেন শঙ্কা নাই মনে॥
শীতভয়ে ছিল ভীত কেশরী শার্দ্দুল।
বসন্ত পাইয়া বল বাড়িল বিপুল॥
সিংহনাদ করে সিংহ বিক্রমে বিশাল।
শার্দুল হেলে দুলে বধে মৃগ পাল॥
প্রখর নখর করিকুম্ভ ভেদ করি।

BANGLADARSHAN.COM

রুধির করিছে পান অধীর কেশরী॥
শিশির সময় ক্রুর কাল বিষধরে।
ঋষির সমান ছিল আপন বিবরে॥
সম্মুখে পাইয়া ভেক না করে আহার।
বুঝিতে না পারে কেবা এ ভেক তাহার॥
এত দিনে ফুলবাবু পাইলেন কূল।
বসন্ত হইল তারে বিধি অনুকূল॥
গলায় ফুলের মালা হাতে শোভে ফুল।
কিছুমাত্র ঘটে নাই কাজে কাজে ফুল॥
সস্তাদরে কস্তাপেড়ে ধূতির আদর।
পেটের নাহিক স্থিতি লেটের চাদর॥
সন্ধ্যাকাল হ'লে যান বার-বধূ-ঘরে।
এ দিকে দিবসে তাঁর ভোগ নাহি সরে॥
ধনিক রসিক নব নাগর যে জন।
তাঁর জন্যে বুঝি এই কালের সৃজন॥
BANGLADARSHAN.COM
অট্টালিকা মনোহর অতি শোভাকর।
ইন্দ্রের অমরাবতী কৈলাস ভূধর॥
দামিনী জিনিয়া রূপ কামিনী হইয়া।
যামিনী পোহায় সুখে সরস হইয়া॥
দেখি রঙ্গ বুঝি ভঙ্গ অনঙ্গের শর।
রতি সহ রতিপতি সদা অবসর॥
হতভাগ্য আমরা পড়েছি ঘোর দায়।
রাত্রিকাল হ'লে যেন শিবরাত্রি পায়॥
হেমন্তের রাজ্যভঙ্গে, বসন্ত আইল রঙ্গে,
সঙ্গে নিয়ে নিজ দল বল।
দিনে দিনে দিনমণি, শুভ দিন মনে গণি,
হইলেন প্রকাশে প্রবল॥
দেখিয়া বন্ধুর ভাব, পদ্মিনীর আবির্ভাব,
সরোবরে হয় ক্রমে ক্রমে।
অপরূপ কত রূপ, বিশ্বের নূতন রূপ,
প্রথম বসন্ত উপক্রমে॥
কাননের তরু যত, প্রায় হয়েছিল হত,

অবিরত হিমের শাসনে।
বসন্তের আগমনে, সদা তারা হৃষ্টমনে,
বিস্তার করিছে শোভা বনে॥
সুনবীন শাখাদলে, বৃক্ষগণ ফুলফলে,
ক্রমে পরিপূর্ণ হৈল সব।
দেখিয়া সে সব শোভা, জগতের মনোলোভা,
কোকিল করিছে কুহুরব॥
হায় কি কালের ধর্ম্ম, কে বুঝিবে কালমর্ম্ম,
সব কর্ম্ম কালক্রমে হয়।
কালেতে উৎপত্তি হয়, কালেতে জীবিত রয়,
পুনঃ শেষে কালে হয় লয়॥
সরস বসন্তকালে, স্বভাবত রস ঢালে,
কিছুমাত্র নিরস না রয়।
শুষ্কতরু জীর্ণজরা, প্রায় হয়েছিল মরা,
সেহ হয় রসে রসময়॥
BANGLADARSHAN.COM
রক্তিমা-বরণ প্রায়, অঙ্কুর হইছে তায়,
যত শোভা কত কব তার।
অনুভব হয় হেন, এখন হইছে যেন,
মৃতদেহে জীবের সঞ্চার॥
কি নগর কিবা বন, পর্ব্বত কি উপবন,
যখন যে দিকে ফিরে চাই।
তখনি জুড়ায় মন, হেরিলে সে সুশোভন,
বসন্তেরে বলি হারি যাই॥
ঊর্দ্ধেতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অভেদ অমৃতবৃষ্টি,
দৃষ্টিপথ জুড়ায় দেখিলে।
উচ্চতরু মুকুলিত, দলে দলে সুশোভিত,
তাহে রব করে যে কোকিলে॥
পলাশ কাঞ্চন কত, ফুটে ফুল শত শত,
কত শোভা শিমুলের ফুলে।
হিমে করি পরাজয়, যেন বসন্তের জয়,
পতাকা দিয়েছে তার তুলে॥
বিরহে বিরহী লোক, অশোকেতে পায় শোক,

আরো হয় আকুল বকুলে।
কোথায় কখনো কায়, চম্পকের কলিকায়,
বিদ্ধ করে বিষমাখা শূলে॥
আম্রশাখা অবিরত, মুকুলের ভারে নত,
তাহে মধুবিন্দু পড়ে কত।
মধুলোভে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভৃঙ্গদল থাকে থাকে,
উড়ে বসে তাহে কত শত॥
ধরাতলে দৃষ্টিপাত, যদি হয় অকস্মাৎ,
তাহে হেরি মনোহর ভাব।
ফুটে ফুল নানামত, ভাঁটি ঝাঁটি আদি যত,
স্বভাবের অপূর্ব্ব প্রভাব॥
বাসক টগর কূন্দ, ভূচম্পক মুচুকুন্দ,
চারিদিকে কুসুমের ঘটা।
উদ্যানেতে নানাজাতি, মল্লিকা মালতি জাতি,
গন্ধরাজ গোলাপের ছটা॥
সেঁউতি মতিয়া বেল, চামেলীর সঙ্গে মেল,
সুচারু গন্ধের সিন্ধু যারা।
বিকশিয়া পুষ্পবনে, জ্ঞাত হয় জগজনে,
মোহিত করিছে সব তারা॥
সুললিত লতিকায়, বনে বন শোভা পায়,
পুষ্পময় বসন্ত-সময়।
মাধবীর ফুল ফোটে, গন্ধ তার দূর ছোটে,
মধুলোভে ধায় অলিচয়॥
ঈষৎ মলয়-বায়, বহন করিছে তায়,
মন্দ মন্দ গন্ধ লয়ে সাথে।
কোকিলের কুহুরবে, উহু মরি বলে সবে,
বজ্রঘাত বিরহীর মাথে॥
বসিয়া বৃক্ষের ডালে, বনে বিহঙ্গের পালে,
সুখে কত রব করে মুখে।
সে সব মধুর ধ্বনি, বিষম বিষাদ গণি,
বিরহিণী মরে মনোদুখে॥
বসন্তের বুলবুলি, বলে কত মিষ্টবুলি,

BANGLADARSHAN.COM

খঞ্জন নাচিছে মনসাধে।
কোথা বৌ কথা কও, অভিমানে কেন রও,
পাখী হয়ে বনে বনে সাধে॥
হারাইয়া প্রাণকান্ত, দিবানিশি অবিশ্রান্ত,
পিউ কাঁহা পাপিয়ায় বোলে।
প্রিয় যার পরবাসে, দিবানিশি দুখে ভাসে,
এর ডাকে তার প্রাণ জ্বলে॥
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি সব, কুঞ্জে কুঞ্জে করে রব,
গুঞ্জ গুঞ্জ ধ্বনি মনোহর।
পেয়ে নানাজাতি ফুল, পদ্মিনীরে হয় ভুল,
বনে কেলি করে নিরন্তর॥
বসন্তের সেনাগণ, বিশ্বে করি আগমন,
নিজ নিজ কর্ম্মে রত রয়।
হেন মনে জ্ঞান হয়, সকলে মিলিয়া কয়,
ঋতুরাজ বসন্তের জয়॥
রাজ্য করি অধিকার, ঋতুরাজ দেন যায়,
বিরহিণী মানসিংহ সনে।
কিরূপে আপন কাজ, সাধিবেন মহারাজ,
মন্ত্রণা করেন মন্ত্রিসনে॥
কোকিল দিতেছে সাড়া, গিয়া সব পাড়া পাড়া,
তাড়া দেহ বিরহিণীগণে।
সদামাত্র এই রব, সাবধানে সব থাক,
ঋতুরাজ বসন্ত-সদনে॥
রাজভয়ে সশঙ্কিত, প্রজাগণ সকম্পিত,
কি জানি কখন্ কিবা হয়।
বিয়োগিনী ছিল যারা, প্রাণে সারা হ'ল তারা,
তাহাদের দিবানিশি ভয়॥
একে তো নবীনা বালা, বিচ্ছেদ-বিষের জ্বালা,
কত আর সহিবে পরাণে।
একাকিনী অনাথিনী, হয়ে চির-বিরহিণী,
মারা যায় মদনের বাণে॥
দগ্ধ হয় দুখানলে, অবিরত অশ্রুজলে,

BANGLADARSHAN.COM

কমল বদন ভেসে যায়।
বিদরিয়া যায় বুক, নাহি সুখ একটুক,
দিবানিশি করে হায় হায়॥
কোথা গেল প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
প্রাণ যায় তোমার বিহনে।
সব দেখি অন্ধকার, সদা শুনি হাহাকার,
এ আকার রাখিব কেমনে॥
সুখের বসন্তকাল, হইল সাক্ষাৎ কাল,
যায় প্রাণ কুসুমের ঘ্রাণে।
কুহুরব শুনি যত, হুহু মন করে তত,
উহু মরি কত সব প্রাণে॥
অস্থির হইল মন, প্রাণকান্ত আগমন,
প্রতীক্ষা করিয়া কত রব।
কত বা কান্দিব আর, দুখের নাহিক পার,
বসন্তে বিরহ কত সব॥
BANGLADARSHAN.COM
এ পোড়া বসন্ত দায়, কার সাধ্য রক্ষা পায়,
বিরলে বসিলে পোড়ে মন।
ঘুমালে নিস্তার নাই, স্বপনে দেখিতে পাই,
চারিদিকে তার সেনাগণ॥
বিশেষতঃ রাত্রিকালে, রাশি রাশি বিষ ঢালে,
যাকে লোকে সুধাকর কয়।
কে বলে তাহার করে, শরীর শীতল করে,
যার অঙ্গ জ্বালায় নিশ্চয়॥
হায় কি কালের কর্ম্ম, নাহি বুঝি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
অকূলে ভাসায় কুলবতী।
কার বা দোহাই দিব, কারে দুখ শুনাইব,
অবিচার রাজা পাপমতি॥
পতিহারা নারী যারা, এইমত সদা তারা,
বসন্তে বিষম দুখ পায়।
বিশেষতঃ দুই মাস, বিদেশীর সর্ব্বনাশ,
বাসায় বসিয়া প্রাণ যায়॥
মনে হ'লে মুখ-চাঁদে, অমনি পরাণ কাঁদে,

কর্ম্মফাঁদে বাঁধা পরবাসে।
অবকাশ কবে পাব, কবে নিজ বাসে যাব,
প্রাণ মাত্র রাখে সেই আশে॥
রৌদ্র বাড়ে অতিশয়, দেহ হয় ঘর্ম্মময়,
আলস্যে অবশ অঙ্গ-তার।
উড়ু উড়ু করে মন, প্রেয়সীর চন্দ্রানন,
রয়ে রয়ে মনে পড়ে তার॥
কাজকর্ম্মে ঘাটে পথে, দিন কাটে কোন মতে,
রজনীতে বিষম উৎপাত।
নিদ্রা নাহি হয় সুখে, প'ড়ে থাকা মাত্র দুখে,
কপালেতে করে করাঘাত॥
কোন লোকে দেখে যাই, বলে ছাই কি বালাই,
ছারপোকা মশার কামড়।
নিদ্রা সনে দেখা নাই, চক্ষু বুজে থাকি ভাই,
গাত্র গেল মারিয়া চাপড়॥
কহে কেন মনঃক্ষোভে, এ ছার ধনের লোভে,
চিরকাল গেল এইরূপে।
বিদেশে কেবল ক্লেশ, নাহিক সুখের লেশ,
প্রাণ যায় প'ড়ে দুঃখ-কূপে॥
কার জন্য রোজগার, কয়টা বা পরিবার,
কেন মিছে এত কষ্ট পাব।
কাজ নাই উৎপাত, দেশে গিয়া ডাল ভাত,
মনের আনন্দে ব'সে খাব॥
প্রবাসী পুরুষ যত, কয় কত এই মত,
যত নল দুখানলে দহে।
বসন্তের আগমনে, সংযোগীর সদা মনে,
অপার আনন্দধারা বহে॥
সুখেতে মনঃসংযোগ, ভুঞ্জে নানা উপভোগ,
বসন্তেতে বিবিধ প্রকার।
তথাচ কালের ধর্ম্ম, সাধে সদা নিজকর্ম্ম,
করে মন উদার তাহার॥
ইয়ার বাবুর দল, হাস্যমুখে খলখল,

BANGLADARSHAN.COM

সুখের বুকের জামা গায়।
আরো কত উপহার, বিচিত্র কুসুম-হার,
বাহার বসন্তরঙ্গ তায়॥
মিষ্ট রস আলাপনে, আপন বয়স্য সনে,
রহস্য করিয়া কাটে দিন।
আমোদের ছড়াছড়ি, বেজায় উড়ায় কড়ি,
অবোধ বালক বুদ্ধিহীন॥
নগরে নাগরীগণ, করে নানা আয়োজন,
বসন্তের আগমন জানি।
যার যেই অভিলাষ, তার সেই কয় মাস,
না পাইলে মহা অভিমানী॥
রঙ্গিন বসন প'রে, বাস করে খোলা-ঘরে,
হাওয়া খেতে সদা হয় মন।
আতর গোলাপ কত, বিনে লয় শত শত,
হয় সাধ যখন যেমন॥
BANGLADARSHAN.COM
ক্রমেতে হোলীর খেলা, নবীনা নাগরীমেলা,
ছুটে যুটে যায় এক ঠাঁই।
দেখা হয় পরস্পরে, প্রিয় সম্ভাষণ করে,
হাসি ভিন্ন অন্য কথা নাই॥
যার ইচ্ছা হয় যারে, আবীর কুম্‌কুম্‌ মারে,
পিচকারি কেহ দেয় কায়।
উড়ায় আবীর যত, কুড়ায় লোকেতে কত,
জুড়ায় দেখিলে মন তায়॥
ঢালিয়া গোলাপজল, অঙ্গ করে সুশীতল,
মাঝে মাঝে হয় কোলাহল।
হরি হ্যায় হরিহ্যায়, পথিকে পিচ্‌কারি দেয়,
আহ্লাদসাগরে ঢল ঢল॥
বসন্তের অধিকারে, থাকে লোকে যে প্রকারে,
তার কত কহিব বিশেষ।
বিশ্বমাঝে আছে কত, যার মন যেইমত,
সেই দিকে তাহার আবেশ॥
জ্ঞানিগণ এ সময়, ভাবে সেই জ্ঞানময়,

একমাত্র বিশ্বের কারণ।
কৃপাসিন্ধু কৃপাদৃষ্টি, করেন বসন্ত সৃষ্টি,
কাল ঋতু বৎসর অয়ন॥
প্রতি পত্রে প্রতি ফুলে, প্রতি নদী প্রতি কূলে,
প্রতি তট তড়াগ যতেক।
প্রত্যেক প্রত্যেক ঠাঁই, যে দিকে যখন চাই,
আমি মাত্র দেখি সেই এক॥
প্রবল বিপক্ষচয়, শীত ঋতু মহাশয়,
পরাজয় হইলেন রণে।
মহানন্দ অহরহ, বসন্ত সামন্ত সহ,
বসিল গগন-সিংহাসনে॥
কুসুমের মধু গন্ধ, প্রবাহিত মন্দ মন্দ,
অলিবৃন্দ সদানন্দময়।
আনন্দে হইয়া অন্ধ, পান করে মকরন্দ,
ক্ষণমাত্র নিরানন্দ নয়॥
BANGLADARSHAN.COM
ভ্রমরের গুণ গুণ, কে বুঝে তাহার গুণ,
মধু খায় রসিয়া রসিয়া।
দেখিরা রাজার জাঁক, সুখেতে বাজায় শাঁক,
প্রফুল্লিত কাননে বসিয়া॥
ঘুচিল শীতের শঙ্কা, বাজায় বিজয় ডঙ্কা,
কোকিলের আস্ফালন বাড়ে।
মোহিত করিল সবে, কুহু কুহু কুহুরবে,
পঞ্চস্বরে সিংহনাদ ছাড়ে॥
জন্ম হয় যার ঘরে, তার রব নাহি করে,
ডেকে করে কান ঝালাপালা।
ওই গো কোকিলকুল, বিরহি-হৃদয়-শূল,
প্রাণসখি পালা পালা পালা॥
রব স্ফূর্ত্তি হ'লে স্পষ্ট, যদ্যপি করিত নষ্ট,
তবে কি গো দগ্ধ হয় বালা।
ধক্ ধিক্ ধিক্ কাকে, অধিক কহিব কাকে,
কাকের পাকেতে এই জ্বালা॥
আগে পিতা মাতা ছাড়ে, পরের পালনে বাড়ে,

পরের বাসায় করে বাস।
পরপুষ্ট নাম ধরে, পরে কুহু কুহু স্বরে,
পরের সে করে সর্ব্বনাশ॥
কোকিলের কালামুখ, ডেকে পায় কিবা সুখ,
দিবানিশি করে কটু রব।
বুক ফাটে মরি রোষে, আমাদের ভাগ্যদোষে,
মরিয়াছে বুঝি ব্যাধ সব॥
বনে বনে ছাড়ে হাঁক, ধীরে ধীরে তীরে তাক্,
লাক লাক পাখী মারে যারা।
ধনুকে জুড়িয়া শর, বধিবারে পিকবর,
বৈষ্ণব হইল বুঝি তারা॥
রাম রাম উহু উহু, মুহুর্ম্মুহু কুহু কুহু,
কালামুখে করে কত গান।
এবার যদ্যপি মরি, ব্যাধ হয়ে সহচরি,
বিনাশিব কোকিলের প্রাণ॥
শশীর শীতল কর, লোকে কহে স্নিগ্ধকর,
ঘোরতর দাবানল প্রায়।
সেই তাপে পুড়ে আঁখি, চন্দন যদ্যপি মাখি,
কলাহল যেন লাগে গায়॥
কেহ কহে শুন কই, শশীর সম্মুখে সই,
কর দেখি দর্পণ অর্পণ।
এখনি মুকুর-ফাঁদে, ফেলিয়া গগনচাঁদে,
প্রহারেতে বধিব জীবন॥
কেহ কহে সহচরি, রাহুর ভজনা করি,
তাহাতে পূরিবে অভিলাষ।
ভয়ানক কাল রাহু, পসারিয়া দুই বাহু,
চাঁদেরে করিবে সর্ব্বগ্রাস॥
কেমন কালের গুণ, বিরহীরে করে খুন,
নিদারুণ দক্ষিণ-পবন।
হায় হায় কব কায়, পিঞ্জরের পক্ষী প্রায়,
সদা করে উড়ু উড়ু মন॥
দক্ষিণদিকের পতি, ছিল আগে দিনপতি,

BANGLADARSHAN.COM

সংপ্রতি সে প্রীতি নাই আর।
বসন্তে দিবস-কান্ত, হইয়া উত্তর-কান্ত,
নিজ কর করিল প্রচার॥
সুন্দরী দক্ষিণ দারা, দেখিয়া পতির ধারা,
নিশ্বাস করিছে নিঃসঙ্গ।
স্থূলবুদ্ধি সবাকার, না জানে কারণ তার,
ভ্রমে কহে দক্ষিণ-পবন॥
কে বলে দক্ষিণ নাম, ফলতঃ বিষম বাম,
নাশ করে বিরহীর আয়ু।
কে বলে জগৎপ্রাণ, জগতের হরে প্রাণ,
বিষমাখা বসন্তের বায়ু॥
ভুজঙ্গ মলয়া পরে, পবনে দংশন করে,
সেই তাপে জর জর প্রাণ।
জীবনরক্ষার আশে, উত্তর-পর্ব্বতে আসে,
গায়ে লাগে গরল সমান॥
সর্পাঘাতে জ্বালাতন, ত্রাণ হেতু সমীরণ,
ফুলবাসে বাসে লয় বাস।
বিষজ্বরে ব্যস্ত ত্রস্ত, বায়ু হায় বায়ুগ্রস্থ,
সমস্ত বিরহী করে নাশ॥
ফণী ভয়ে টল টল, ছাড়িয়া নিবাসস্থল,
এল তাই আমাদের দেশে।
হায় এ কি পাপ, ভক্ষণ করিয়া সাপ,
বমন করিল কেন শেষে॥
মিছে সই বল আর, এত গুণ মলয়ার,
অবলার করে মর্ম্মভেদ।
নন্দন নন্দন যার, তার এই ব্যবহার,
আহা মরি কারে কব খেদ॥
মিছামিছি করি রোষ, আর কার দিব দোষ,
বানরের দোষ এই বটে।
সমুদ্রবন্ধন ছলে, মলয়া ভাসালে জলে,
তবে কি প্রমাদ এত ঘটে॥
বটে বুদ্ধি অষ্টরম্ভা, আহার কেবল রম্ভা,

BANGLADARSHAN.COM

লাভ লম্বা আর কিছু নাই।
পড়িয়া বিষন পাপে, বিয়োগীর অভিশাপে,
মুখপোড়া হ'ল সব তাই॥
শুন শুন প্রাণসই, আর এক কথা কই,
প্রাণপতি প্রবাসেতে যথা।
বসন্ত না পায় ঠাঁই, মলয়ার গতি নাই,
কোকিল ডাকে না বুঝি তথা॥
প্রফুল্ল কুসুমদলে, ভৃঙ্গ সব দলে দলে,
করে নাক গুণ গুণ রব।
করি এই অনুমান, শিব-তীর্থ সেই স্থান,
মনোভব ভয়ে পরাভব॥
নতুবা বসন্তে তার, এ প্রকার ব্যবহার,
প্রাণসখি বল কেন হবে।
মলয়ার সমীরণে, আমায় পড়িত মনে,
অবশ্য আসিত দেশে তবে॥
BANGLADARSHAN.COM
দারুণ নিদয় কাল, মেয়েমুখো মহীপাল,
প্রতিকূল দক্ষিণপবন।
স্বামীর বিচ্ছেদ-বিষ, জ্বলন্ত দীপের শিশ,
ধিকি ধিকি পুড়ে উঠে মন॥
রজনী কালের দারা, কামিনীরে করে সারা,
বিরহ-বিলাপ তায় বাড়ে।
দুখে হয় দেহ ভঙ্গ, না পাই সখার সঙ্গ,
অনঙ্গ না অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়ে॥
ভজিয়া পরের কান্ত, যদি স্বান্ত করি শান্ত,
সখি তাহে যায় পরকাল।
তথাচ না করি ভয়, এই বড় শঙ্কা হয়,
চৌদিকে ননদী বেড়াজাল॥
বিদেশী পুরুষ যারা, বিরহে ব্যাকুল তারা,
তারাকারা ধারা চক্ষে ঝরে।
নিবাসে রহিল দারা, সারানিশি হয় সারা,
মারা পড়ে মদনের শরে॥
প্রিয়জন প্রিয়া সঙ্গে, বসন্তে পরম রঙ্গে,

ফাঁকে ফাঁকে ফাক্‌খেলা করে।
আবিরে আবৃত তনু, জপে মদনের মনু,
উভয়ে উভয় মন হরে॥
ধন্য ধন্য সেই জন, সদাই সরস মন,
যুবতী রমণী যার কোলে।
মদন বাজায় ঢোল, প্রতিদিন খায় দোল,
কত সুখ পূর্ণিমার দোলে॥
কামিনী কোমল কোল, সুখের সখের দোল,
প্রেমরজ্জু বদ্ধ আছে যায়।
নাগরের মনভোলা, হৃদয় নাগরদোলা,
দোলে দোলে নাগরদোলায়॥
লাজভয় পরিহরি, খেলায় প্রেমের হরি,
হরি হরি কি কহিব আর।
অধরে অমৃত-বারি, মনোহর পিচকারি,
পয়োধরে কুঙ্কুম প্রহার॥
BANGLADARSHAN.COM
সৈন্য সহ পলাইল মহারাজ শীত।
বলবন্ত বসন্ত হইল উপনীত॥
সিংহাসন আকাশ প্রকাশ নহে রূপ।
নবপত্র রাজচ্ছত্র শোভা অপরূপ॥
গুণ গুণ স্বরে অলি রাজগুণ গায়।
মলয়-পবন চারু চামর ঢুলায়॥
রতিপতি সেনাপতি প্রিয় অতিশয়।
বিক্রমে করিল আসি সমুদয় জয়॥
বিকসিত ফুলধনু ধরি দুই করে।
অনিবার মুখে মার মার মার করে॥
ব্যাকুল বিরহিকুল সদা মনে ভাবে।
দিন দিন তনু তনু অতনু-প্রভাবে॥
সমীরণ সহ ছোটে ফুলের সৌরভ।
নাহি রহে কামিনীর কূলের গৌরব॥
জরজর কলেবর বিচ্ছেদের বিষে।
প্রবাসে রহিল কান্ত শান্ত হবে কিসে॥
ফুলশরে করে স্মর জরজর দেহ।

পাইলে লোহার বাণ বাঁচিত না কেহ॥
বিধাতার সুবিচার বলি সই তাতে।
দেয়নি কঠিন বাণ মদনের হাতে॥
অশোক শোকের হেতু সে যে নহে ফুল।
বিরহী বধিতে কাম ধরিয়াছে শূল॥
মদনের খরতর নখর কিংশুক।
বিদারণ করে তাহে বিরহীর বুক॥
তরুলতা পুষ্পিতা হেরিয়া লয় মন।
বিরহী ধরিতে ফাঁদ পেতেছে মদন॥
হেরিয়া মাধবীলতা হতেছি কাতর।
কে করে লবঙ্গলতা চক্ষুর গোচর॥
কে বলে ধার্ম্মিক বক এ বড় কঠিন।
পদে পদে ধরিছে বিয়োগী মনোমীন॥
মদন বিস্তার করি বিকট বদন।
কণ্টকী কেতকী ছলে প্রকাশে রদন॥
বিয়োগি-বিয়োগ তার না হইল হাতে।
মাস রক্ত শুষে খায় কামড়িয়া দাঁতে॥
উপবনে বসন্তের মহা মহোৎসব।
সভার স্বভাব দেখি হয় অনুভব॥
মুকূল বিশিখভার লয়ে সহকার।
রতিপতি ভূপতির করে সহকার॥
বকুলে কুলের নারী করিছে ব্যাকুল।
প্রিয় অনুকুল নহে বিধি প্রতিকূল॥
চম্পক সুগন্ধে করে সুগন্ধি নগর।
জ্বলন্ত অনল জ্ঞানে না যায় ভ্রমর॥
ভিক্ষুক দক্ষিণ বায়ু উপনীত দ্বারে।
নিজগন্ধ দান করি তুষ্ট করে তারে॥
তাহাতে প্রফুল্ল হয়ে নিজে সমীরণ।
আত্মগুণ অন্যেরে করিছে বিতরণ॥
বায়ুগ্রস্ত বাসহীন কত বাস ধরে।
বায়ুর ঘটনাযোগে বাসে বাস করে॥
সহজেই রক্ষা নাই ইথে কেবা বাঁচে।

BANGLADARSHAN.COM

মদনের ঘাড়ে এসে বাই চাপিয়াছে॥
হরকোপে পুড়েছিল মনে ভয় আছে।
তদবধি নাহি যায় পুরুষের কাছে॥
পূর্ব্বের স্বভাব-দোষ না যায় কখন।
বিরহিণী কামিনীরে করে জ্বালাতন॥
শত শত শতদল সলিলে প্রকাশ।
সম্ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে ভ্রম হলো নাশ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভুঞ্জে ফুলরস ।
সদা সুখে মুখে গুঞ্জে বসন্তের যশ॥
লুণ খায় গুণ গায় করে গুণ গুণ।
গুণ গুণ গুণ নয় বিরহীর খুন॥
বিষাদ বিষাদ মনে নিজে হয় হত।
শাখা-করে লতার স্তবকস্তন ধরে॥
সখ্যভাবে বৃক্ষ তারে আলিঙ্গন করে।
বিহঙ্গ অনঙ্গ-সুখে পূর্ণ করে আশা॥
ভালবাসা ভালবাসে বাঁধে ভালবাসা।
কেমন কালের গুণ কি কহিব আর॥
জলে স্থলে আকাশেতে কামের সঞ্চার।
মৃদু মৃদু দক্ষিণের সমীরণ পেয়ে॥
যুবতীর বাড়ে সুখ যুবকের চেয়ে।
বুকের বসন খুলে বাড়িল উল্লাস॥
সকল শরীরে মাখে মলয়া-বাতাস।
সম্ভোগেতে বৃদ্ধি করে সংযোগীর আয়ু॥
ধন্য ধন্য ধন্য তোরে মলয়ার বায়ু।
প্রিয়াপ্রিয় প্রিয়জনে প্রিয়ভাবে টানে॥
প্রফুল্লিত পুষ্প মন আনন্দ কাননে।
এ প্রকার সুখি সবে প্রেমানন্দভবে॥
কেবল বিয়োগী দুখে দূর ছাই করে।
ফুর ফুর ঝুর ঝুর বাতাসের ধ্বনি॥
ভুর ভুর ফুলগন্ধে মূর্চ্ছা যায় ধনী।
অনঙ্গ আপন রঙ্গে পঞ্চবাণ ধরে॥
বিরহি-হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে।

BANGLADARSHAN.COM

কেহ কহে পোড়া কাম কেমন নিদয়॥
করিতে বিয়োগী বধ লজ্জা নাহি হয়।
আর জন কহে সই চক্ষু নাই যার॥
কেমনে হইবে তার লজ্জার সঞ্চার।
পতিব্রতা সতীর এরূপ ব্যবহার॥
মরিলে প্রাণের পতি সঙ্গে যায় তার।
হর-কোপানলে পুড়ে মরে মীনকেতু॥
রতি নাহি সঙ্গে যায় শুন তার হেতু।
কামের নিবাসস্থল কামিনীর মন॥
মনোভাব নাম তাই পাইল মদন।
আপনার জন্মস্থান নষ্ট করে যেই॥
পৃথিবীতে ঘোর পাপী দুরাচার সেই।
সতীর জীবনহন্তা ধর্ম্মহীন পতি॥
পাপভয়ে সহগন্ত্রী হলো নাক রতি।
সতী রতি পতি ব'লে ঘৃণা করে যারে॥
BANGLADARSHAN.COM
দূর দূর মুখে ছাই ধিক্ ধিক্ তারে।
যদি বল মরেছিল পাপ দুষ্টমতি॥
পুনর্ব্বার কেন তারে বাঁচাইল রতি।
কেবল সতীত্বগুণ জানাবার তরে॥
অপরূপ ভবভাব, প্রকাশিতে তব ভাব,
ঋতুরাজ বসন্ত উদয়।
ত্রাণ পেয়ে হিম-করে, পেলেম তোমার বরে,
সুখময় সুরভি সময়॥
জীবের ঘুচিল ভয়, শিবের উদয় হয়,
প্রকাশিত প্রকৃতির মুখ।
এ সময় সমুদয়, অতিশয় বসময়,
সমুদয় সমুদয় সুখ॥
ধরিয়া তুষার ভুষা, মূর্ত্তিমতী হ'ল উষা,
মুকুতার হার তার গলে।
পরিয়া লোহিত চেলি, কেলি সহ করে কেলি,
অনলে রজত যেন গলে॥
ছিল দীন আগে দিন, এখন সে নহে দীন,

দিন দিন বাড়ে দিনমান।
পাইয়া কুম্ভের জল, ক্রমেতে বাড়িছে বল,
নিশা কৃশা হয়ে অপমান॥
দিনকর নহে দীন, পাইয়া সুখের দিন,
কমল কমল-মাঝে ভাসে।
ফুল্ল হয়ে মধুভরে, মনোহর মধুকরে,
মোহিত করেছে নিজবাসে॥
স্বভাব স্বভাব সব, অভিনব অনুভব,
কত কব স্বভাবের শোভা।
মরি মরি আহা মরি, কিবা বিলোকন করি,
মোহকরী মূর্ত্তি মনোলোভা॥
শ্যামল তৃণের পরে, নীহার বিহার করে,
সাটিনে চুমকি যেন সাজে।
ঈষৎ অরুণ-কর, বিরাজে তাহার পর,
গাঁথা যেন সোনালীর কাজে॥
BANGLADARSHAN.COM
দশদিক্ মুক্তকরে, মিহির মোহন করে,
ঘুচিল মহীর অন্ধকার।
চিত্র নিজ ভঙ্গিঠাম, চিত্র করি চিত্র-ধাম,
মিত্র হন মিত্র সবাকার॥
পিকবর মধুকর, সমীরণ শশধর,
আর যত বন উপবন।
স্বভাবে স্বভাব ধরে, পুলকে প্রকাশ করে,
বসন্তের শুভ আগমন॥
বনে বনে বনে বনে, অচল সচলগণে,
চরাচরে করে কলরব।
কামসখা আগমনে, কামনা করিয়া মনে,
করিতেছে মহা মহোৎসব॥
অলিকুল দলে দলে, বসে ফুলদলে দলে,
গুণ গুণ গুণের গরিমা।
কাননে কোকিল সবে, কুহু কুহু কুহু রবে,
প্রকাশিছে তোমার মহিমা॥
কলঘোষ কলরব, শ্রবণে মোহিত সব,

শ্রবণে প্রবেশ ক'রে সুধা।
প্রাণিচয় স্থির হয়, অতিশয় মধুময়,
দূর হয় সমুদয় ক্ষুধা॥
আর আর দ্বিজ যত, নিজ নিজ স্বরে কত,
ধরিতেছে সুললিত তান।
কভু জলে কভু স্থলে, কভু বা গগনে চলে,
চরাচরে সুখে করে গান॥
সহচর সহ চরে, জলে চরে চরে চরে,
ভাবতরে মুগ্ধ করে প্রাণ।
থাকে থাকে থাকে থাকে, সরল-বদনে ডাকে,
জয় জয় করুণা-নিধান॥
পতঙ্গের পাল যত, রসপানে হয়ে রত,
থেকে থেকে করিতেছে রব।
হাব-ভাব দেখে সব, করি এই অনুভব,
রব ছলে করে তব স্তব॥
BANGLADARSHAN.COM
আয়ুহর ছিল বায়ু, এখন বাড়ায় বায়ু,
দক্ষিণ দক্ষিণ-সমীরণ।
জগতের প্রাণ হয়ে, সরল স্বভাব লয়ে,
জুড়াতেছে জগতের মন॥
জলের ভেঙ্গেছে দাঁত, এখন কাটে না হাত,
আর তার মুখে নাই ধার।
স্নান করি পান করি, অনাসে উদরে ভরি,
জীবন জীবন সবাকার॥
মুকুলিত দেখে তরু, সবে পরে বস্ত্র সরু,
ছাড়িল দেহের গুরু বাস।
ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ, যোগীর বাড়িল যোগ,
রোগীর হইলরোগ নাশ॥
যেখানে সেখানে যাই, যে দিকে সে দিকে চাই,
তোমার মহিমা প্রকটন।
জয় জগদীশ ব'লে, কেহ জলে কেহ স্থলে,
সাধু সব করিছে ভ্রমণ॥
তরু লতা সমুদয়, পুরাতন পত্রচয়,

তব পদে দিয়ে উপহার।
তাহাতে ঘটিল হিত, হ'ল সবে সুশোভিত,
নব পত্র পেয়ে পুরস্কার॥
কিবা কিসলয়-ঘটা, মরি কি সুন্দর ছটা,
অপরূপ অতি অপরূপ।
নূতন বসন পরি, নব কলেবর ধরি,
প্রকাশ করিছে নব রূপ॥
মধুর রসাল আম্র, পাতার বরণ তাম্র,
তাহে চারু মুকুলের ছটা।
আয় মন দেখে যা রে, এ শোভা কহিব কারে,
ভৈরবীর শিরে যেন জটা॥
সে কুসুমে হিমরস, পড়িতেছে টস্ টস্,
স্থির হয়ে দেখ দেখি চেয়ে।
অনুমান করি হেন, বিন্দু বিন্দু সুরা যেন,
পড়ে যোগিনীর গাল বেয়ে॥
BANGLADARSHAN.COM
চারু ভাব আবির্ভাব, অসম্ভব এই ভাব,
ভব-ভাব কে বুঝিতে পারে।
ভাবময় তুমি ভাবী, ভাবেতে তোমায় ভাবি,
এ ভাব বলিব আর কারে॥
সুরভি (১) বরণ তুল, সুরভি সুরভি ফুল,
পেয়ে আজ সুরভি সুরভি।
বিস্তারিয়া দলবাস, পবনেরে দিয়ে বাস,
আমোদিত করিছে সুরভি॥
বিচিত্র স্বভাব ধরি, কলিল (২) প্রবেশ করি,
অনিল হনিল (৩) বাস নিয়া।
সলিল-সদনে ধায়, মত্ত করে ভ্রমরায়,
লোভে অলি অন্ধ হয় গিয়া॥
বনে বনে উপবনে, কত ভাব উঠে মনে,
হেরিয়া প্রফুল্ল ফুল যত।
কাঞ্চন (৪) লাঞ্ছনকর, কাঞ্চন (৫) কুসুমবর,
পলাশে বিলাশ কব কত॥
অশোক অশোক করে, কিংশুক কি সুখ ধরে,

তাপ হরে যুথি আর জাতি।
মধু-ফুল-মধুকর, মধু কিবা মনোহর,
প্রকাশিছে মনোহর ভাতি॥
কাননের যত তরু, হইয়াছে কল্পতরু,
খুলিয়াছে মধুর ভাণ্ডার।
কীট পক্ষী মধুব্রত, পেয়ে এই সদাব্রত,
সুখে সব করিছে আহার॥
যত পায় তত খায়, হাসে খেলে নাচে গায়,
কিছু নাই উদরের দায়।
সকলি রয়েছে কাছে, কিসের অভাব আছে,
স্বভাবের অতিথিশালায়॥
পতঙ্গ বিহঙ্গগণ, শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহে না প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কর রে আমার উপকার॥
BANGLADARSHAN.COM
সাধু রে তোরাই সাধু, সাধু সাধু সাধু সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোন জ্বালা॥
কুল মান জাতি ধর্ম্ম, নাহি জান কোন কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো,
কেবল আহার কর ঠোঁটে॥
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু চেলা,
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারি অনুরোদ,
কেবল শিখেছ নিজ রব॥
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
এক ভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন॥
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,

ঠেক নাক লেক্সলসি দায়।
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আর আয়॥
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামাজোড়া,
নাহি পর বস্ত্র অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও যে আজ্ঞার তার॥
পরকুচ্ছা নাহি কর, পরীবাদ নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার ভয়।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয় হৃদয়॥
সদাই মনেতে খুসী, নাহি ছোঁও কোশাকুশি,
কুশ হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি লও কোন দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ ম'লে কাচা নাহি পর॥
BANGLADARSHAN.COM
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোন দিন।
আমার এ কলেবর, অভাব পূরিত বর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
দেহ নে রে নে রে, তোর দেহ দে রে দে রে,
নে রে নে রে ঘর দ্বার ছাপা।
বিনয় বচন ধর, দায় হ'তে মুক্ত কর,
ক্ষীণ দেখে হস্‌নে রে খাপা॥
ধরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমি ত মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর।
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার॥
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,

ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার॥
হোক্ তা হোক্ নাথ, আজ কিবা সুপ্রভাত,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
মধুর মধুর ভাব, তুমি তার আবির্ভাব,
সকলেতে করিছ বিহার॥
কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অতি শান্ত ঋতুকান্ত,
মরি কিবা কান্ত মনোহর।
যার বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া নিশির ধ্বান্ত,
নিশাকান্ত কান্ত করে কর॥
বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
প্রভাকর কর করে, প্রভাকর কর করে,
প্রভাকর করের কি ভাব॥
BANGLADARSHAN.COM
ডাকে প্রভাকরকর, ওহে প্রভাকরকর,
মনোময় হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময়॥